এম/এস জিওমিসোর সার্ভিসেস (১) প্রাইভেট লিমিটেড. এবং আরেকজন

বনাম

এম/এস হুট্টি গোল্ডমাইনস কো. লিমিটেড এবং অন্যান্যরা

(২০১৭ সালের দেওয়ানি আপিল নং ২৫৩৭)

০৮ই মে, ২০১৮

[মদন বি লোকুর এবং দীপক গুপ্ত, বিচারপতিদ্বয়]

খনি ও খনিজ (উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ) আইন, ১৯৫৭:

ধারা ১১(১) ১৭ক (২)--ধারা ১৭ক(২)-এর অধীনে খনির এলাকা সংরক্ষণ-- অনুমতিযোগ্যতা--দুইটি বেসরকারি কোম্পানির (আপিলকারী) পক্ষে পুনরাভিযান অনুমতি (আরপি) প্রদান--তাদের দ্বারা পরিচালিত পুনরাভিযান—পুনরাভিযান প্রতিবেদনের ভিত্তিতে, ১১(১) ধারার অধীনে অনুসন্ধান অনুমতিপত্র(পিএল) মঞ্জুরির জন্য আরও আবেদন করা হয়--এরপর, উত্তরদাতা (একটি সরকারি কোম্পানি) ধারা ১৭ক(২) এর অধীনে আপিলকারী-কোম্পানিগুলিকে যে ক্ষেত্রগুলির জন্য আরপি দেওয়া হয়েছিল সেগুলির ক্ষেত্রে সংরক্ষণ চেয়েছিল--রাজ্য সরকার সংরক্ষণের জন্য অনুমোদন চেয়েছিল--কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে এবং রাজ্যকে আপিলকারীদের পিএল আবেদনগুলি বিবেচনা করার নির্দেশ দিয়েছে--বিবাদী-কোম্পানির দায়ের করা রিট আবেদন হাইকোর্ট কর্তৃক অনুমোদিত--আপীলে, স্থির হয়েছেঃ ধারা ১১(১) এবং ধারা ১৭ক(২) ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে কাজ করে এবং একে অপরের সাথে কোন সম্পর্ক নেই--কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদনক্রমে ধারা ১৭ক(২) এর অধীনে রাজ্য সরকারের একটি এলাকা সংরক্ষণের ক্ষমতা রয়েছে--ধারা ১১(১)-এর অধীনে একজন আরপি ধারক পিএল অনুদানের জন্য অগ্রাধিকার পাওয়ার অধিকারী--কিন্তু, ধারা ১৭ক(২) এর অধীনে জমি সংরক্ষণে কোনও বাধা নেই, যদি জমিটি আরপি-এর আওতায় থাকে--ধারা ১৭ক(২) এর অধীনে সংরক্ষণের অনুরোধ বিবেচনা করার সময় কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন বিষয় বিবেচনা করতে পারে যা সংরক্ষণের বিষয়টি সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য প্রাসঙ্গিক--যদিও আরপি মঞ্জুর করাই সংরক্ষণের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যানের একমাত্র কারণ হতে পারে না, তবে সংরক্ষণের বিষয়টি সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য অন্যান্য কারণের সাথে এটিও একটি কারণ হতে পারে--যদি না রিজার্ভেশন করা হয়, তাহলে একটি বেসরকারি কোম্পানি একটি সরকারি কোম্পানির মতোই একই অবস্থানে থাকবে--বর্তমান ক্ষেত্রে, সংরক্ষণের বিষয়টি সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় যে বিষয়গুলি বিবেচনা করা হয়েছিল তা প্রাসঙ্গিক এবং বিষয়গুলির সাথে সম্পর্কিত ছিল--ধারা ১১(১)-এর অধীনে আপিলকারীরা অগ্রাধিকারের অধিকারী ছিলেন--ধারা ১৭ক(২)-এর অধীনে রাজ্য সরকারের সংরক্ষণের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে কেন্দ্রীয় সরকার ন্যায্য ছিল।

আপিলের অনুমতি দিয়ে, আদালত

স্থির করেছেঃ ১) জমি ও খনিজ সম্পদের মালিক রাজ্য। তবে, খনিগুলির নিয়ন্ত্রণ ও নিয়ন্ত্রণ এবং খনিজগুলির উন্নয়ন কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে রয়েছে। ১৯৫৭ সালের খনি ও খনিজ সম্পদ (উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ) আইনের বিধান অনুসারে খনি ও খনিজ সম্পদ উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণের জন্য আইন প্রণয়নের ক্ষমতা রাজ্য সরকারের কাছে নেই। ক্ষেত্রটি খালি থাকলেই রাজ্য তার আইন প্রণয়নের ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে। অন্যথায়, আইন এবং খনিজ ছাড় বিধিমালা, ১৯৬০ দ্বারা রাজ্য সরকারকে বিশেষভাবে প্রদত্ত ক্ষমতা অনুসারে কঠোরভাবে তার ক্ষমতা প্রয়োগ করতে হবে। আইনের ১৭ক (২) ধারায় প্রদত্ত সংরক্ষণের ক্ষমতা প্রয়োগ করার সময়, রাজ্য সরকারকে কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদন নিতে হবে।

২) এই আইনের ১৭ক (২) ধারায় স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, "রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদন নিয়ে কোনও সরকারি সংস্থা বা কর্পোরেশনের মাধ্যমে সম্ভাব্য বা খনন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য যে কোনও এলাকা সংরক্ষণ করতে পারে। এই আইনটি কেন্দ্রীয় সরকারকে যে মাপকাঠিগুলি অনুসরণ করতে হবে তা নির্ধারণ করে না। অতএব, কেন্দ্রীয় সরকার সংরক্ষণ করা উচিত কিনা তা নির্ধারণের জন্য প্রাসঙ্গিক সমস্ত বিষয় গ্রহণ করতে পারে। জাতীয় খনিজ নীতি ২০০৮ (এনএমপি ২০০৮) দেশের নীতি হওয়ায়, অবশ্যই এই অনুরোধ বিবেচনা করে বিবেচনা করা যেতে পারে।

৩) একটি সরকারের নীতি একটি গুরুত্বপূর্ণ নথি। এটিকে বাতিল করা যাবে না। কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকারের অনুরোধ বিবেচনা করার সময়, বিভিন্ন বিষয়কে মুছে ফেলতে পারে যার মধ্যে অর্থনৈতিক কারণ, বিশ্ব সম্প্রদায়ের কাছে আন্তর্জাতিকভাবে দেশের ভাবমূর্তি প্রতিফলিত করার কারণ এবং জাতীয় সুরক্ষার অন্যান্য কারণও অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে। প্রতিটি ক্ষেত্রে তার নিজস্ব তথ্যের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। অতএব, এটি বলা যায় না যে কেবল সেই বিষয়গুলি বিবেচনা করা যেতে পারে, যা আইন বা বিধি থেকে প্রবাহিত হয়।

৪) আইনের ধারা ১ (১) এবং ধারা ১৭ক (২) একে অপরের সাথে কোনও সম্পর্ক রাখে না। আইনের ১১(১) ধারা অনুসন্ধান অনুমতিপত্র এবং খনন ইজারা মঞ্জুরির ক্ষেত্রে যথাক্রমে পুনরীক্ষণ অনুমতি ধারক এবং অনুসন্ধান অনুমতিপত্র ধারককে অগ্রাধিকার দেওয়ার বিষয়ে বিবেচনা করে। আইনের ধারা ১৭ক (২)-এর অধীনে জমি সংরক্ষণের সাথে এর কোনও সম্পর্ক নেই। একমাত্র সংযোগ, যদি এটি বলা যায় যে, যদি কোনও জমি পিএল বা এমএল-এর অধীনে রাখা হয়, তবে আইনের ধারা ১৭ক (২)-এর অধীনে ব্যবস্থা নেওয়া যাবে না। আইনের ১১ (১) ধারার অধীনে, একজন আরপি ধারক, যিনি পুনর্বিবেচনা করেছেন, পিএল মঞ্জুর করার জন্য তার মামলা বিবেচনা করার সময় অগ্রাধিকারের অধিকারী। তবে, আইনের ১৭ক (২) ধারায়, সংরক্ষণের বাধা কেবলমাত্র সেই ক্ষেত্রেই রয়েছে যেখানে জমিটি পিএল বা এমএল-এর অধীনে রাখা হয়। 'যখন কোনও জমি পিএল বা এমএল-এর অধীনে রাখা হয়, তখন উক্ত জমি সংরক্ষণের জন্যও বিবেচনা করা যায় না। সংরক্ষিত জমি যদি পিএল বা এমএল-এর অধীনে না হয়, তবে রাজ্য জমি সংরক্ষণের প্রস্তাব দিতে পারে।সংরক্ষিত করার জন্য চাওয়া জমি যদি কোনও আরপি-র আওতায় থাকে, তা হলে রাজ্য সরকারের উদ্যোগগুলির দ্বারা শোষণের জন্য জমি সংরক্ষণের ক্ষেত্রে কোনও বাধা নেই। তবে এর অর্থ এই নয় যে, রাজ্যের প্রস্তাব নিয়ে কাজ করার সময় কেন্দ্রীয় সরকারকে অবশ্যই সংরক্ষণ করতে হবে। কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুমোদন দেওয়ার সময় স্বাধীনভাবে তার মন প্রয়োগ করতে হবে এবং তা করার সময়, এমন কিছু নেই যা কেন্দ্রীয় সরকারকে এই বিষয়টি বিবেচনা করতে বাধা দেয় যে কোনও সত্তাকে আরপি দেওয়া হয়েছিল এবং তার প্রভাব। কোনও সন্দেহ নেই, কেন্দ্রীয় সরকার প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যান করতে পারে না শুধুমাত্র এই ভিত্তিতে যে আরপি জারি করা হয়েছিল কারণ এটি আইনের ১৭ক (২) ধারার বিধানগুলির পরিপন্থী হবে। যাইহোক, এটি এমন একটি সত্য যা জমি সংরক্ষণের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় অন্যান্য তথ্যের সাথে বিবেচনায় নেওয়া যেতে পারে।

৫) বর্তমান ক্ষেত্রে, কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন বিষয় বিবেচনা করেছে এবং উল্লেখ করেছে যে আরপি অনুসারে ১ ও ২ নম্বর আপিলকারী ইতিমধ্যে পিএল আবেদন দাখিল করেছে। এটি কার্যত বলেছিল যে রাজ্য সরকারের অনুরোধটি বিলম্বিত পর্যায়ে ছিল এবং এন. এম. পি, ২০০৮-এর বিধানগুলির বিরুদ্ধে ছিল, যেখানে বেসরকারী বিনিয়োগের পক্ষে অনুকূল একটি নিয়ন্ত্রক পরিবেশ প্রদানের উপর জোর দেওয়া হয়েছিল। এটি সত্য হতে পারে যে

কেন্দ্রীয় সরকার এই সত্য দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল যে আবেদনকারীরা, আরপি অনুসারে, পুনর্বিবেচনা সম্পন্ন করেছে এবং তাদের একীভূত প্রতিবেদন জমা দিয়েছে, তবে অন্যান্য প্রাসঙ্গিক কারণও ছিল যা বিবেচনায় নেওয়া হয়েছিল যেমন আবেদনকারীরা ইতিমধ্যে পিএল মঞ্জুর করার জন্য আবেদন করেছিলেন এবং উত্তরদাতা নং ১-এর জন্য সংরক্ষণ করার ক্ষেত্রে কোনও সুরক্ষা বিবেচনা বা জনস্বার্থ জড়িত ছিল না। অতএব, কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক বিবেচনা করা কারণগুলি প্রাসঙ্গিক এবং বিষয়গুলির সাথে সম্পর্কিত এবং এগুলি এমন কারণ হিসাবে বলা যায় না যা বহিরাগত বা বিবেচনায় নেওয়া যায় না।

৬) আইনের ১৭ক (২) ধারায় চারটি শর্তের কথা বলা হয়েছে, (ক) জমি প্রস্পেক্টিং লাইসেন্স বা মাইনিং ইজারা-এর অধীনে রাখা হয়নি; (খ) কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদন রয়েছে; (গ) সরকারি গেজেটে এই ধরনের এলাকার সীমানা নির্দিষ্ট করে একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে; এবং (ঘ) এই ধরনের প্রজ্ঞাপনে খনিজ বা খনিজ চিহ্নিত করা উচিত যেগুলির ক্ষেত্রে এই ধরনের অঞ্চলগুলি সংরক্ষিত রাখতে চাওয়া হয়েছে। বর্তমান ক্ষেত্রে, শুধুমাত্র প্রথম শর্তটি পূরণ করা হয়েছিল। অন্য কোনও শর্ত পূরণ করা হয়নি। অতএব, কর্ণাটক রাজ্য ২৭.১২.২০০৮ তারিখে উত্তরদাতা নং ১-এর পক্ষে সুপারিশ জারি করতে পারত না। যদি সংরক্ষণ না করা হয়, একটি বেসরকারী সংস্থা সরকারী সংস্থার মতো একই অবস্থানে দাঁড়িয়ে থাকে এবং সেই ক্ষেত্রে, আইনের ১১ ধারা প্রযোজ্য হবে এবং আবেদনকারীরা আরপি ধারক এবং পূর্ববর্তী পিএল আবেদনকারী হওয়ায় তাদের অগ্রাধিকার দিতে হবে। কেন্দ্রীয় সরকার বিতর্কিত জমি সংরক্ষণের ক্ষেত্রে কর্ণাটক রাজ্যের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করার ক্ষেত্রে ন্যায়সঙ্গত ছিল।

ইন্ডিয়ান চার্জ ক্রোম লিমিটেড ও আরেকজন বনাম ভারতের ইউনিয়ন ও অন্যান্যরা (২০০৬) ১২ এস. সি. সি. ৩৩১: [২০০৬] ১০ সম্পূরক এস. সি. আর. ৬৪০; মনেট ইস্পাত অ্যান্ড এনার্জি লিমিটেড বনাম ভারতের ইউনিয়ন ও অন্যান্যরা (২০১২) ১১ এস. সি. সি. ১: [২০১২] ৭ এস. সি. আর. ৬৪৪; অমৃতলাল নাথুভাই শাহ ও অন্যান্যরা বনাম কেন্দ্রীয় সরকার এবং আরেকজন (১৯৭৬) ৪ এস. সি. সি. ১০৮: [১৯৭৭] ১ এস. সি. আর. ৩৭২; টি. এন. রাজ্য বনাম এম./এস হিন্দ স্টোন ও অন্যান্যরা (১৯৮১) ২ এস. সি. সি. ২০৫: [১৯৮১] ২ এস. সি. আর. ৭৪২; ইন্ডিয়ান মেটালস অ্যান্ড ফেরো অ্যালয়েস লিমিটেড বনাম ভারতের ইউনিয়ন ও অন্যান্যরা (১৯৯২) ১

সম্পূরক. এস. সি. সি ৯১: [১৯৯০] ২ সম্পূরক. এস. সি. আর ২৭; টি. এন. রাজ্য বনাম এম. পি. পি. কাবেরী চেট্টি (১৯৯৫) ২ এস. সি. সি ৪০২: [১৯৯৫] ১ এস. সি. আর ৪৪১; সান্দুর ম্যাঙ্গানিজ অ্যান্ড আয়রন ওরস লিমিটেড বনাম কর্ণাটক রাজ্য ও অন্যান্যরা (২০১০) ১৩ এস. সি. সি ১ = [২০১০] ১১ এস. সি. আর ২৪০; কেরালা রাজ্য এবং অন্যান্যরা বনাম কেরালা বিরল আর্থ অ্যান্ড মিনারেলস লিমিটেড ও অন্যান্যরা (২০১৬) ৬ এস. সি. সি ৩২৩: [২০১৬] ৫ এস. সি. আর ৫১৫-উল্লিখিত।

মামলার প্রসঙ্গ

[২০০৬] ১০ সম্পূরক এস. সি. আর. ৬৪০	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ৮
[২০১২] ৭ এস. সি. আর. ৬৪৪	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ২৫
[১৯৭৭] ১ এস. সি. আর. ৩৭২	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ২৮
[১৯৮১] ২ এস. সি. আর. ৭৪২	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ২৯
[১৯৯০] ২ সম্পূরক এস. সি. আর. ২৭	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ৩১
[১৯৯৫] ১ এস. সি. আর. ৪৪১	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ৩২
[২০১০] ১১ এস. সি. আর. ২৪০	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ৩৬
[২০১৬] ৫ এস. সি. আর. ৫১৫	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ৩৮

দেওয়ানী আপিল এখতিয়ারঃ ২০১৭ সালের ২৫৩৭ নং দেওয়ানি আপিল।

২০১১ সালের ২৫৮৯৯ নং রিট পিটিশনে ব্যাঙ্গালোরে কর্ণাটক হাইকোর্টের ০৩.০৪.২০১২ তারিখের রায় ও আদেশ থেকে উদ্ভূত।

২০১৭ সালের ২৫৩৮ নং দেওয়ানি আপিলের সাথে।

মনিন্দর সিং, এ. এস. জি, এ. কে. পান্ডা, সুশ্রী মীনাক্ষী অরোরা, সি. এস. বৈদ্যনাথন, সি. ইউ. সিং, জয়দীপ গুপ্ত, বাসব প্রভু এস. পাতিল, প্রবীণ আইনজীবী, এস. এ. হাসিব, টি. এ. খান, শ্রীমতী মানিতা ভার্মা, প্রভাস বাজাজ, অক্ষয় অমৃতাংশু, রাজ বাহাদুর যাদব, শ্রীমতী অনিল কাটিয়ার, জি. এস. মক্কের, অরুণ মণি, নবীন কুমার, নিশি কান্ত সিং, অভিনব রঘুবংশী, নবীন আর. নাথ, এম. আর. সি রবি, দর্পণ কে. এম., ভি. এন. রঘুপতি, চিন্ময় দেশপাণ্ডে, পরীক্ষিত অঙ্গদি, সুশ্রী রচিতা, উপস্থিত দলগুলির জন্য আইনজীবীরা।

আদালতের রায়টি দিয়েছেন

দীপক গুপ্ত, বিচারপতি--১) এই মামলায় মূল বিষয় হলো, খনিজ ও খনন (উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ) আইন, ১৯৫৭ (যা পরে "আইন" হিসাবে উল্লেখ করা হবে)-এর ১৭ক(২) ধারা অনুযায়ী কোনো রাজ্য সরকার কর্তৃক সরকারি কোম্পানি বা কর্পোরেশনগুলোর জন্য ভূমি সংরক্ষণের অনুরোধ বিবেচনার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের ভূমিকা ও ক্ষমতা কী।

বাস্তব পটভূমি

২) এই মামলার একটি দীর্ঘ এবং জটিল ইতিহাস রয়েছে। কর্ণাটক রাজ্যে সোনার খনি রয়েছে এবং দলগুলি এই খনিগুলি শোষণের জন্য শিয়ার অধিকারের বিষয়ে মামলা করছে। আমাদের সামনে দুজন আপীলকারী রয়েছেন, এম/এস জিওমিসোর সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) প্রাইভেট লিমিটেড, আপিলকারী নং ১ (এরপরে জিওমিসোর হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) এবং ডেকান গোল্ড এক্সপ্লোরেশন সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড, আপিলকারী নং ২ (এরপরে ডেকান হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে)।

৩) ০১.০৪.২০০০ তারিখে জিওমাইসোর হুট্টি সাউথ বেল্ট গোল্ড মাইন্স এলাকার ৩১৫ বর্গ কিলোমিটার ভূমির জন্য পুনরীক্ষণ অনুমতি (সংক্ষেপে 'আরপি') মঞ্জুরির আবেদন করে। কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদনের পর, রাজ্য সরকার ০৩.১১.২০০০ তারিখে ৩ বছরের জন্য আরপি মঞ্জুর করে। একইভাবে, ডেকানকে হুট্টি সোনার খনির উত্তর অংশে ৫০১.৪৮ বর্গ কিলোমিটার এলাকার জন্য সমস্ত আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করার পর ০৯.০১.২০০৩ তারিখে ৩ বছরের জন্য আরপি দেওয়া হয়েছিল। উত্তরদাতা নং ১ অর্থাৎ, এম/এস হুট্টি সোনার খনি কোম্পানি লিমিটেড (এরপর থেকে "এইচজিএমএল" হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) দুটি এলাকার কোনওটির জন্য আরপি দেওয়ার জন্য কোনও আবেদন করেনি।

৪) জিওমাইসোর পুনর্বিবেচনা পরিচালনা করে এবং ৩০.১১.২০০৩ তারিখে একটি সমন্বিত প্রতিবেদন জমা দেয়। ডেকান ২১.০৪.২০০৬ তারিখে তার সমন্বিত প্রতিবেদন জমা দেয়। উভয় কোম্পানিই সোনার মজুদের অস্তিত্ব এবং নির্দিষ্ট কিছু এলাকায় আরও অনুসন্ধানের প্রয়োজনীয়তার প্রমাণ পেয়েছে। অনুসন্ধানের ফলাফলের ভিত্তিতে, জিওমাইসোর আইনের ধারা ১১(১) এর অধীনে অনুসন্ধান লাইসেন্স (সংক্ষেপে 'পিএল') প্রদানের জন্য ৪টি আবেদন দাখিল করেছে। ডেকান যে এলাকায় অনুসন্ধান পরিচালনা করেছে সেখানে অনুসন্ধান অনুমতিপত্র প্রদানের জন্য ৭টি আবেদন দাখিল করেছে।

৫) ২৮.১১.২০০৬ তারিখে, এইচজিএমএল কমিশনার, ভূতাত্ত্বিক সম্পদ উন্নয়ন এবং পরিচালক, খনি ও ভূতত্ত্ব বিভাগ, ব্যাঙ্গালোরের কাছে একটি চিঠি পাঠিয়ে আইনের ধারা ১৭ক(২) এর অধীনে কেবলমাত্র সরকারি খাতের উদ্যোগের জন্য সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে এলাকা সংরক্ষণের জন্য প্রার্থনা করে।

এটি বলা হয়েছিল যে এইচজিএমএল সংশ্লিষ্ট এলাকায় সম্ভাব্য তদন্ত চালিয়ে যেতে আগ্রহী। এটি জমা দেওয়া হয়েছিল যে বিভিন্ন সংস্থাকে মাইনিং ইজারা (সংক্ষেপে 'এমএল') মঞ্জুর করা সুরক্ষার বিপদ সহ গুরুতর সমস্যা তৈরি করবে এবং এইভাবে প্রার্থনা করা হয়েছিল যে জিওমিসোর এবং দাক্ষিণাত্যকে যে অঞ্চলের জন্য আরপি দেওয়া হয়েছিল তা সহ পুরো অঞ্চলটি আইনের ১৭ক (২) ধারার অধীনে সংরক্ষিত করা হোক। মনে করা হয় যে জিওমিসোর এই প্রস্তাবটি সম্পর্কে জানতে পেরেছিল এবং এটি ভারত সরকারকে ২৮.১১.২০০৬-এ একটি চিঠি পাঠিয়েছিল এবং খনি এলাকার সংরক্ষণের জন্য খনি মন্ত্রকের কাছে একটি প্রস্তাব পাঠানোর জন্য কর্ণাটক রাজ্যের বিবেচিত পদক্ষেপের বিরোধিতা করেছিল।

৬) ইতিমধ্যে আরও দুটি উন্নয়ন ঘটেছে। খনি মন্ত্রক জাতীয় খনিজ নীতি, ২০০৮ প্রকাশ করেছে (সংক্ষেপে "এন. এম. পি ২০০৮") এবং কর্ণাটক সরকার এন. এম. পি, ২০০৮-এর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে কর্ণাটক খনিজ নীতি, ২০০৮ (সংক্ষেপে "কে. এম. পি, ২০০৮") প্রকাশ করেছে, যার বিষয়ে আমরা পরে বিজ্ঞাপন দেব।

৭) ২৭.১২.২০০৮ তারিখে, কর্ণাটক সরকার এইচ. জি. এম. এল-এর পক্ষে এলাকা সংরক্ষণের জন্য ভারত সরকারকে চিঠি লিখেছিল এবং সুপারিশ করেছিল যে খনির জন্য এইচ. জি. এম. এল-কে ১৬১ বর্গ কিলোমিটার জমি বরাদ্দ করা হোক। এটি সেই অঞ্চলগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করে যার জন্য জিওমিসোর এবং দাক্ষিণাত্যকে আর. পি মঞ্জুর করা হয়েছিল এবং তাই, জিওমিসোর এবং দাক্ষিণাত্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পুনর্বিবেচনার আবেদন দায়ের করেছিল। রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্তের প্রধান বিরোধিতা ছিল যে আবেদনকারীরা পি. এল অনুদানের জন্য তাদের আবেদন বিবেচনা করার সময় অগ্রাধিকার পাওয়ার অধিকারী ছিল এবং তাদের পি. এল আবেদনগুলিও সময়মতো দায়ের করা হয়েছিল। এটিও অনুরোধ করা হয়েছিল যে এন. এম. পি, ২০০৮ এবং কে. এম. পি, ২০০৮ সংরক্ষণের পরিপ্রেক্ষিতে করা যায়নি। কেন্দ্রীয় সরকার পুনর্বিবেচনার আবেদনগুলিকে অনুমোদন করে এবং কর্ণাটক রাজ্যকে জিওমিসোরের পাশাপাশি দাক্ষিণাত্যের দায়ের করা পিএল আবেদনগুলি বিবেচনা করার নির্দেশ দেয়।

৮) এরপরে, এইচজিএমএল কর্ণাটক হাইকোর্টে একটি রিট পিটিশন দায়ের করে। হাইকোর্ট স্থির করেছিল যে এই অঞ্চলের সংরক্ষণ এখনও হয়নি এবং যেহেতু কেন্দ্রীয় সরকার এখনও রাজ্য সরকারের অনুরোধে সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি, তাই আইনের ধারা ১১ এর অধীনে জিওমাইসোর এবং ডেকান কর্তৃক দাবি করা অগ্রাধিকারমূলক অধিকার আইনের ধারা ১৭ক(২) এর অধীনে রাজ্য সরকারের এলাকার সংরক্ষণ চাওয়ার অধিকারকে পরাজিত করতে পারে কিনা তা নির্ধারণ করার প্রয়োজন ছিল না।

হাইকোর্ট, ইন্ডিয়ান চার্জ ক্রোম লিমিটেড এবং আরেকজন বনাম ভারতের ইউনিয়ন ও অন্যান্যরা[১]-এর ক্ষেত্রে এই আদালতের রায় বিবেচনা করার পরে, 'নিম্নরূপ স্থির করেছেঃ

"১০) এই রায় দেওয়ার পরে, মাননীয়া আদালত আরও বলেছে যে ধারা ১৭ (২)-এর অধীনে ক্ষমতা হল বিধিবদ্ধ ক্ষমতা এবং সাধারণত বিধিবদ্ধ ক্ষমতা প্রয়োগের বিরুদ্ধে কোনও বাধা দেওয়া যায় না এবং কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদন চেয়ে রাজ্য সরকারের সুপারিশকে বহাল রাখে। এটা স্পষ্ট যে, তাৎক্ষণিক ক্ষেত্রে, অবিসংবাদিত সত্য হল যে প্রতিদ্বন্দ্বী উত্তরদাতাদের কোনও ক্ষেত্রেই সম্ভাব্যতা লাইসেন্স বা 'খনির ইজারা' দেওয়া হয়নি এবং তাই প্রশ্নযুক্ত অঞ্চলটি এমন নয় যা ইতিমধ্যে সম্ভাব্যতা লাইসেন্স বা খনির ইজারা অধীনে রাখা হয়েছে। অতএব, যদি উপরের সিদ্ধান্তটি মাথায় রাখা হয়, তাহলে রাজ্য সরকার সংশ্লিষ্ট এলাকা সংরক্ষণের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদন চাওয়ার ক্ষমতার মধ্যে ছিল। যে কোনও ক্ষেত্রে, কেন্দ্রীয় সরকারকে তার অনুমোদন দেওয়ার আগে বিষয়টির এই সমস্ত দিক বিবেচনা করতে হত এবং কেন্দ্রীয় সরকারের দ্বারা এই ধরনের কোনও বিবেচনা প্রতিদ্বন্দ্বী উত্তরদাতাদের দ্বারা পুনর্বিবেচনার আবেদনের আকারে দমন করা যেত না এবং পুনর্বিবেচনা কর্তৃপক্ষও হস্তক্ষেপের ক্ষেত্রে ন্যায়সঙ্গত ছিল না। প্রতিদ্বন্দ্বী উত্তরদাতাদের দ্বারা দাবি করা অগ্রাধিকার অধিকার এই পর্যায়ে গ্রহণ করা যায় না এবং ২৭/১২/২০৮৮ তারিখের যোগাযোগ বাতিল করে প্রতিদ্বন্দ্বী উত্তরদাতাদের আবেদন বিবেচনা করার জন্য একটি নির্দেশ জারি করা যেত না। উপযুক্ত প্রক্রিয়াটি হল কেন্দ্রীয় সরকারকে তার তারিখের ২৭.১২.২০০৮ যোগাযোগের মাধ্যমে রাজ্য সরকার কর্তৃক চাওয়া অনুমোদনের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার অনুমতি দেওয়া। তারপরে, প্রতিদ্বন্দ্বী উত্তরদাতাদের সহ অন্য কোনও ব্যক্তির দ্বারা সম্ভাব্য অনুমতিপত্রের জন্য আবেদনগুলি বিবেচনা বা অন্যথায় কেন্দ্রীয় সরকারের এই জাতীয় বিবেচনার ফলাফলের উপর নির্ভর করে উত্থাপিত হবে। যদি কোনও কারণে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারের প্রস্তাবটি মেনে না নেয় এবং এমন পরিস্থিতিতে যদি আবেদনগুলি বিবেচনার জন্য উন্মুক্ত থাকে তবে কেবল তখনই অগ্রাধিকারের অধিকারের প্রশ্ন বিবেচনার জন্য উত্থাপিত হবে।"

১) (২০০৬) ১২ এসিসিস ৩৩১।

৯) ফলস্বরূপ, কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক গৃহীত আদেশগুলি বাতিল করে দেওয়া হয় এবং আইন অনুসারে নিষ্পত্তি করার নির্দেশ সহ রাজ্য সরকারের সুপারিশের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য বিষয়টি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে ফেরত পাঠানো হয়। কেন্দ্রীয় সরকার বিষয়টি পরীক্ষা করে এবং সরকারী উদ্যোগের জন্য আইনের ১৭ক (২) ধারার অধীনে জমি সংরক্ষণের জন্য রাজ্য সরকারের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। আদেশে উল্লেখ করা হয়েছে যে জিওমিসোর এবং দাক্ষিণাত্য ইতিমধ্যে পিএল দায়ের করেছে। জিওমিসোর এবং দাক্ষিণাত্যের পিএল আবেদনগুলি নিয়ে কাজ করার পরিবর্তে, তাদের দেওয়া আরপি অনুসারে নজরদারি শেষ করার পরে, রাজ্য সরকার হঠাৎ করে জমি সংরক্ষণের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করার সিদ্ধান্ত নেয়। কেন্দ্রীয় সরকার স্থির করেছে যে রাজ্য সরকারের পদক্ষেপটি এন. এম. পি, ২০০৮-এর অনুচ্ছেদ ৩.৩-এর বর্ণিত উদ্দেশ্যের বিরুদ্ধে, যেখানে বলা হয়েছে যে বেসরকারী বিনিয়োগের জন্য অনুকূল একটি নিয়ন্ত্রণমূলক পরিবেশ থাকা উচিত; ছাড় দেওয়ার প্রক্রিয়াটি স্বচ্ছ ও নির্বিঘ্ন স্থানান্তরের নিশ্চয়তা দেওয়া হবে; রাজ্য সরকারের পদক্ষেপ স্বচ্ছ বা ন্যায্য ছিল না; সেই জমি কেবল তখনই সংরক্ষণ করা যেতে পারে যেখানে বেসরকারী সংস্থাগুলি জমি ধারণ করে না বা অনুসন্ধান বা খনির জন্য আবেদন করেনি যদি না সুরক্ষা বিবেচনা বা নির্দিষ্ট জনস্বার্থ জড়িত থাকে; যেহেতু জিওমিসোর এবং দাক্ষিণাত্য তাদের আর. পি সম্পন্ন করেছে এবং পি. এল-তে নির্বিঘ্নে স্থানান্তরের জন্য আবেদন করেছে, তাই এইচ. জি. এম. এল-এর পক্ষে জমি সংরক্ষণের জন্য রাজ্য সরকারের প্রস্তাব জনস্বার্থে বা এন. এম. পি, ২০০৮-এর শর্তে ছিল না এবং তাই, জমি সংরক্ষণের জন্য রাজ্য সরকারের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল এবং আবার একটি নির্দেশ জারি করা হয়েছিল যে, জিওমাইসোর এবং ডেকানের পিএল মঞ্জুরির অনুরোধ দ্রুত বিবেচনা করা হোক।

১০) তারপর এইচজিএমএল কেন্দ্রীয় সরকারের তারিখের ৩১.০৫.২০১১-এর আদেশকে বিরোধিতা করে আরেকটি রিট পিটিশন দায়ের করে। জিওমিসোর এবং দাক্ষিণাত্য রিট পিটিশনে একটি যৌথ জবাব দাখিল করে এবং হাইকোর্ট বিতর্কিত রায়ের মাধ্যমে রিট পিটিশনটি মঞ্জুর করে, যা আমাদের সামনে বিরোধিতার মধ্যে রয়েছে।

১১) রিট পিটিশনটি মঞ্জুর করার ক্ষেত্রে হাইকোর্টের সঙ্গে যে মূল বিষয়টি জড়িত ছিল তা হল, আইনের ১১ ধারার অধীনে, যে পক্ষটি আরপি অনুসারে পুনর্বিবেচনা করেছিল, আইনের ১৭ক (২) ধারার অধীনে পিএল মঞ্জুর করার সময় অগ্রাধিকার পাওয়ার অধিকারী ছিল, সেখানে "পুনর্বিবেচনার অনুমতি" শব্দটি উল্লেখ করা হয়নি।

আদালত আরও স্থির করেছে যে তার আগের ১৮.০২.২০১১ তারিখের রায়ে আইনের ধারা ১৭ক(২) এর অধীনে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময়, আইনের ধারা ১১ এর অধীনে অগ্রাধিকার অধিকারের কোনও ভূমিকা ছিল না এবং তাই, এই ভিত্তিতে রাজ্য সরকারের দাবিকে পরাজিত করা যায়নি। যেহেতু রায়টি চূড়ান্ত হয়ে গেছে, তাই বিষয়টি পুনরায় খোলা উচিত নয়। এটি আরও স্থির করেছিল যে এনএমপি, ২০০৮ আইনের ১৭ক ধারার বিধানগুলিকে বাতিল করতে পারে না। আদালত আরও স্থির করেছিল যে নীতিটি বিধিবদ্ধ বিধানগুলিকে পথ দিতে হবে। এটি স্থির করা হয়েছিল যে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক গৃহীত দ্বিতীয় আদেশে একই ত্রুটি রয়েছে যা পূর্ববর্তী আদেশে ছিল এবং তাই রিট পিটিশনটি অনুমোদিত হয়েছিল এবং জমি সংরক্ষণ করতে অস্বীকারকারী কেন্দ্রীয় সরকারের আদেশ বাতিল করা হয়েছিল।

আইনি বিধান

১২) শুরুতে, আমরা উল্লেখ করতে পারি যে, এই মামলার ক্ষেত্রে, আমরা ২০১৫ সালে সংশোধনের আগে আইনটি নিয়ে কাজ করছি। আইনের ধারা ৩-এর উপ-ধারা (জক) এবং (জখ) ১৮.১২.১৯৯৯ তারিখ থেকে কার্যকর করা হয়েছিল এবং যথাক্রমে 'অনুসন্ধান কার্যক্রম' এবং 'অনুসন্ধান অনুমতি' সংজ্ঞায়িত করে। একইভাবে নিম্নরূপ পড়া হয়ঃ

"(জক)" পুনর্বিবেচনা অভিযান "অর্থ আঞ্চলিক, বায়বীয়, ভূ-প্রাকৃতিক বা ভূ-রাসায়নিক জরিপ এবং ভূতাত্ত্বিক মানচিত্রের মাধ্যমে কোনও খনিজ পদার্থের প্রাথমিক অনুসন্ধানের জন্য গৃহীত কোনও অভিযান, তবে এর মধ্যে পিটিং, ট্রেঞ্চিং, ড্রিলিং (কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা সময়ে সময়ে নির্দিষ্ট গ্রিডে বোরহোল খনন ব্যতীত) বা উপ-পৃষ্ঠ খনন অন্তর্ভুক্ত নয়।

(জখ) "পুনর্বিবেচনার অনুমতি" মানে পুনর্বিবেচনার উদ্দেশ্যে প্রদত্ত অনুমতিপত্র,।"

১৩) একটি পুনরীক্ষণ অনুমতি অনুমতি ধারককে পুনরীক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার অধিকার প্রদান করে। একজন পুনর্বিবেচনা পারমিটধারী কিছু ন্যূনতম খনন ব্যতীত কেবল আক্রমণাত্মক নয় এমন কৌশলের মাধ্যমে এই অঞ্চলটি খনির জন্য উপযুক্ত কিনা তা নির্ধারণ করার জন্য অপারেশন পরিচালনা করে। সাধারণত, জমির বিশাল অঞ্চলের জন্য পুনর্বিবেচনার অনুমতি দেওয়া হয়।

১৪) আইনের ৩ ধারার উপ-ধারা (ছ) এবং (জ) যথাক্রমে 'অনুসন্ধান লাইসেন্স' এবং 'অনুসন্ধান কার্যক্রম' সংজ্ঞায়িত করেছে। উক্ত ধারাগুলি নিম্নরূপ:

"(ছ) "সম্ভাবনাময় অনুমতিপত্র" অর্থ সম্ভাবনাময় কার্যক্রম পরিচালনার উদ্দেশ্যে প্রদত্ত একটি অনুমতিপত্র;

(জ) "সম্ভাব্য ক্রিয়াকলাপ" অর্থ খনিজ আমানত অন্বেষণ, সনাক্তকরণ বা প্রমাণ করার উদ্দেশ্যে গৃহীত যে কোনও ক্রিয়াকলাপ।"

১৫) সাধারণত, পুনর্বিবেচনা করার পরে, একটি পক্ষ নির্ধারণ করবে যে খনিজ আমানতের অবস্থান আরও নির্ভুলতার সাথে নির্ধারণ করার জন্য সম্ভাবনার জন্য উপযুক্ত বিশাল অঞ্চলের সেরা অংশ কোনটি। সুতরাং, পিএল এমন একটি অঞ্চলের জন্য মঞ্জুর করা হয় যা আরপি অঞ্চলের তুলনায় অনেক কম সম্ভাবনার সময়, বিদ্যমান খনিজ আমানত নির্ধারণের জন্য এবং সেগুলি বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে কিনা তা নির্ধারণের জন্য আইন অনুসারে অনুমোদিত পরিমাণে আক্রমণাত্মক পদ্ধতি ব্যবহার করা যেতে পারে।

১৬) অনুসন্ধানের পর খনির ইজারা দেওয়ার পর্যায় আসে। "খনির ইজারা" এবং "খনির কাজকর্ম" যথাক্রমে আইনের ৩য় ধারার উপ-ধারা (গ) এবং (ঘ)-এ সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে।

"(গ)" "খনির ইজারা" "অর্থ খনির কাজ সম্পাদনের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত একটি ইজারা, এবং এই উদ্দেশ্যে প্রদত্ত একটি উপ-ইজারা অন্তর্ভুক্ত;"

(ঘ) "খনির কাজ" অর্থ কোনও খনিজ অর্জনের উদ্দেশ্যে গৃহীত যে কোনও কাজ;"

১৭) পুনর্বিবেচনা বা সম্ভাবনার সময় বিনিয়োগ খুব বড়। এগুলি ছোট বিনিয়োগ নয়। অতএব, যে ব্যক্তি পুনর্বিবেচনা পরিচালনা করেছিলেন তাকে পিএল অনুদানের জন্য অগ্রাধিকার দেওয়া হয় এবং যে ব্যক্তি সম্ভাবনার পরিচালনা করেছিলেন তাকে এমএল অনুদানের জন্য বিবেচনা করার সময় অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। এই বিষয়ে আমরা আইনের ধারা ১১ (১) উল্লেখ করতে পারি যা নিম্নরূপঃ

"১১) নির্দিষ্ট কিছু ব্যক্তির অগ্রাধিকার অধিকার--(১) কোন জমির ক্ষেত্রে নজরদারি অনুমতিপত্র বা প্রত্যাশিত অনুমতিপত্র মঞ্জুর করা হলে, অনুমতিপত্রধারী বা লাইসেন্সধারীর, ক্ষেত্রমত, অন্য কোন ব্যক্তির তুলনায় সেই জমির ক্ষেত্রে প্রত্যাশিত অনুমতিপত্র বা খনির ইজারা পাওয়ার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকারের অধিকার থাকবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, রাজ্য সরকার সন্তুষ্ট যে, ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে পারমিটধারী বা অনুমতিপত্রধারী,

(ক) এই ধরনের জমিতে খনিজ সম্পদ প্রতিষ্ঠার জন্য, যা-ই হোক না কেন, নজরদারি অভিযান বা সম্ভাব্য অভিযান পরিচালনা করেছে;

(খ) নজরদারি অনুমতিপত্র বা সম্ভাব্য অনুমতিপত্রের শর্তাবলীর কোনও লঙ্ঘন করেনি;

(গ) এই আইনের বিধানের অধীনে অযোগ্য হয়ে পড়েনি; এবং

(ঘ) সম্ভাব্য লাইসেন্স বা খনির ইজারা দেওয়ার জন্য আবেদন করতে ব্যর্থ হয়নি, যেমনটি হতে পারে, পুনর্বিবেচনার অনুমতি বা সম্ভাব্য অনুমতিপত্রের মেয়াদ শেষ হওয়ার তিন মাসের মধ্যে, বা আরও সময়ের মধ্যে যা উক্ত সরকার দ্বারা বাড়ানো যেতে পারে।

১৮) পূর্বোক্ত ধারার উদ্দেশ্য হল যে, পুনর্বিবেচনা বা প্রত্যাশিত কাজে ব্যয় করা অর্থ, প্রচেষ্টা এবং সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে, 'অপারেশন এবং এই ধরনের অপারেশন অনুসারে আবিষ্কৃত বা আবিষ্কৃত হওয়ার সম্ভাবনা থাকা খনিজগুলির বিস্তারিত প্রতিবেদন প্রস্তুত করার পরিপ্রেক্ষিতে, এই ধরনের আরপি বা পিএল ধারক পরবর্তী পর্যায়ের অপারেশন করার জন্য একটি অগ্রাধিকার অধিকার পাবেন,

১৯) আইনের ১৭ক ধারাটি নিম্নরূপঃ

(১) কেন্দ্রীয় সরকার, কোনও খনিজ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে এবং রাজ্য সরকারের সঙ্গে পরামর্শের পর, এমন কোনও এলাকা সংরক্ষণ করতে পারে যা ইতিমধ্যেই কোনও সম্ভাব্য লাইসেন্স বা খনির ইজারাভুক্ত নয় এবং যেখানে এটি তা করার প্রস্তাব করে, সেখানে সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, সেই এলাকার সীমানা এবং খনিজ বা খনিজগুলির সীমা নির্দিষ্ট করবে যার ক্ষেত্রে সেই এলাকা সংরক্ষণ করা হবে।

(১ক) কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারের সাথে পরামর্শ করে, তার মালিকানাধীন বা নিয়ন্ত্রিত কোনও সরকারী সংস্থা বা কর্পোরেশনের মাধ্যমে প্রস্পেক্টিং লাইসেন্স বা খনির ইজারা দেওয়ার অধীনে ইতিমধ্যে অধিষ্ঠিত নয় এমন কোনও অঞ্চল সংরক্ষণ করতে পারে এবং যেখানে এটি করার প্রস্তাব দেয়, সেখানে সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, সেই অঞ্চলের সীমানা এবং খনিজ বা খনিজগুলি নির্দিষ্ট করবে যার ক্ষেত্রে এই অঞ্চলটি সংরক্ষিত থাকবে।

(২) রাজ্য সরকার, কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদনক্রমে, কোনও অনুসন্ধানকারী অনুমতিপত্র বা খনির ইজারার অধীনে ইতিমধ্যেই অধিকৃত নয় এমন কোনও এলাকা, তার মালিকানাধীন বা নিয়ন্ত্রিত কোনও সরকারি কোম্পানি বা কর্পোরেশনের মাধ্যমে অনুসন্ধানকারী বা খনির কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সংরক্ষণ করতে পারে এবং যেখানে এটি তা করার প্রস্তাব করে,

সেখানে সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই ধরনের এলাকার সীমানা এবং খনিজ বা খনিজগুলি নির্দিষ্ট করবে যার ক্ষেত্রে এই ধরনের অঞ্চলগুলি সংরক্ষিত থাকবে

(৩) উপ-ধারা (১ক) বা উপ-ধারা (২) দ্বারা প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে, কেন্দ্রীয় সরকার বা রাজ্য সরকার, ক্ষেত্রমত, যে কোনও এলাকায় খনিগুলি কোনও ব্যক্তিগত ব্যক্তির হাতে ন্যস্ত থাকে, সেখানে প্রস্পেক্টিং ফি, রয়্যালটি, পৃষ্ঠ ভাড়া বা মৃত ভাড়া প্রদান করতে দায়বদ্ধ থাকবে, যা সময়ে সময়ে এই আইনের অধীনে প্রদেয় হত, যদি এই ধরনের প্রস্পেক্টিং বা খনির কাজ কোনও বেসরকারী ব্যক্তি দ্বারা প্রস্পেক্টিং লাইসেন্স বা খনির ইজারা দেওয়ার অধীনে করা হত।

২০) যদিও এই ক্ষেত্রে আমরা মূলত ধারা ১৭ক (২) নিয়ে আলোচনা করছি, আমরা মনে করি যে আইনের ১৭ক ধারার বিভিন্ন অংশের বিধানগুলি বিশ্লেষণ করা উপযুক্ত হবে। ধারা ১৭ক (১) এর অধীনে, কেন্দ্রীয় সরকারের যে কোনও খনিজ সংরক্ষণের জন্য যে কোনও এলাকা সংরক্ষণ করার ক্ষমতা রয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারকে রাজ্য সরকারের সাথে পরামর্শের পরে এই ক্ষমতা প্রয়োগ করতে হবে। তবে, একটি সতর্কতা রয়েছে, যা হল, যদি কোনও ব্যক্তির কাছে উক্ত এলাকার জন্য কোনও পিএল বা এমএল থাকে তবে কেন্দ্রীয় সরকার সেই এলাকা সংরক্ষণ করতে পারে না। ধারা ১৭ক-এর উপ-ধারা (১ক)-এর অধীনে, কেন্দ্রীয় সরকারের অনুরূপ ক্ষমতা রয়েছে সরকারী সংস্থাগুলির মাধ্যমে সম্ভাব্য বা খনন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সংরক্ষিত এলাকা রাখার, কিন্তু আবার, এই ধরনের এলাকা কোনও পিএল বা এমএল-এর অধীনে রাখা উচিত ছিল না। যতদূর পর্যন্ত ধারা ১৭ (২)-এর কথা বলা যায়, এই বিধানটি রাজ্য সরকারকে পিএল বা এমএল-এর অধীনে নয় এমন কোনও এলাকা রাজ্য সরকারের মালিকানাধীন সংস্থাগুলির দ্বারা সম্ভাব্য বা খননের জন্য সংরক্ষিত রাখার ক্ষমতা দেয়। তবে, এটি শুধুমাত্র কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদনের মাধ্যমেই করা যেতে পারে এবং এইভাবে সংরক্ষিত এলাকাটি খনিজ ও খনিজ সহ সরকারী গেজেটে অবহিত করা উচিত যার জন্য এলাকা সংরক্ষিত করা হয়েছে। যদিও আমরা এই ক্ষেত্রে আইনের ১৭ক ধারার উপ-ধারা (৩)-এর সঙ্গে সরাসরি জড়িত নই, তবে উক্ত উপ-ধারায় বলা হয়েছে যে, যেখানে কেন্দ্রীয় সরকার বা রাজ্য সরকার, ক্ষেত্রমত, এমন কোনও এলাকায় অনুসন্ধান বা খনন কার্যক্রম পরিচালনা করে যেখানে খনিজ ব্যক্তিগত ব্যক্তির উপর ন্যস্ত থাকে, তখন কেন্দ্রীয় সরকার বা রাজ্য সরকার সম্ভাব্য ফি, রয়্যালটি, পৃষ্ঠ ভাড়া, মৃত ভাড়া ইত্যাদি প্রদান করতে দায়বদ্ধ হবে।

২১) এই পর্যায়ে আমরা আইনের ২ নং ধারাটিও উল্লেখ করতে পারি, যা নিম্নরূপঃ

"২) **ইউনিয়ন নিয়ন্ত্রণের সুবিধাজনকতা সম্পর্কে ঘোষণা**। এতদ্বারা ঘোষণা করা হয় যে জনস্বার্থে এটি সমীচীন যে ইউনিয়নকে খনিগুলির নিয়ন্ত্রণ এবং খনিজগুলির বিকাশকে তার নিয়ন্ত্রণে নেওয়া উচিত।

যুক্তিগুলি

২২) ভারতের পক্ষে উপস্থিত অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল শ্রী মনিন্দর সিং বলেন যে, এই আইনের ১৭ক (২) ধারা রাজ্য সরকারকে এল বা এমএল-এর অধীনে না থাকা যে কোনও এলাকাকে কোনও রাজ্য সরকারের উদ্যোগের জন্য সংরক্ষিত রাখার ক্ষমতা দেয়। তবে, এটি কেন্দ্রীয় সরকারের পূর্বানুমোদন সাপেক্ষে। তাঁর যুক্তি হল যে রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের পূর্বানুমোদন না নিয়ে কোনও এলাকা (পিএল বা এমএল-এর অধীনে নয়) সংরক্ষণ করতে পারে না। তিনি আরও বলেন যে, কেন্দ্রীয় সরকারকে রাজ্য সরকারের অনুরোধ বিবেচনা করার সময় স্বাধীনভাবে তার মন প্রয়োগ করতে হবে এবং অনুরোধটি বিবেচনা করার সময় খনিজ নীতি বিবেচনা করতে হবে। অতএব, তাঁর মতে, হাইকোর্ট এই রায় দিতে ভুল করেছে যে কেন্দ্র খনিজ নীতিতে নির্ধারিত পরামিতিগুলি বিবেচনায় নিতে পারে না। তাঁর মতে, আইনের ১৭ক (২) ধারা থেকে 'পুনর্বিবেচনা অনুমতি' শব্দের অনুপস্থিতি কেবল ইঙ্গিত দেয় যে, যে ক্ষেত্রগুলির জন্য পিএল বা এমএল মঞ্জুর করা হয়েছে, সেখানে একটি পরম বাধা রয়েছে, তবে যেখানে কেবল আরপি মঞ্জুর করা হয়েছে, সেখানে কোনও বাধা নেই এবং রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদন নিয়ে সেই অঞ্চল সংরক্ষণ করতে পারে।

২৩) আপীলকারীদের পক্ষে উপস্থিত প্রবীণ আইনজীবী শ্রীমতি মীনাক্ষী অরোরা শ্রী মনিন্দর সিং-এর যুক্তি গ্রহণ করেন, কিন্তু তিনি অনুরোধ করেন যে আরপি ধারকের দ্বারা প্রয়োজনীয় বিশাল বিনিয়োগের পরিপ্রেক্ষিতে, আইনের ১১ ধারার অধীনে এটি তাঁর বৈধ প্রত্যাশা যে তিনি পিএল পাবেন। তিনি আরও জমা দেন যে এইচজিএমএল আরপি বা পিএল অনুদানের জন্য কোনও আবেদন জমা দেয়নি। অতএব, জিওমিসোর এবং দাক্ষিণাত্যের আবেদনগুলি সময়মতো আগে ইয়েন বিবেচনা করা উচিত ছিল। তিনি ২০১৫ সালে আইনের সংশোধনীর আগে এবং পরে উভয় ক্ষেত্রেই এই আইনের বিভিন্ন বিধানের কথা উল্লেখ করেছেন যাতে জোর দিয়ে বলা যায় যে, সরকারের উদ্দেশ্য হল এই শিল্পে বেসরকারী বিনিয়োগকে উৎসাহিত করা এবং এই ধরনের বেসরকারী বিনিয়োগকারীরা যাতে বিপুল পরিমাণ বিনিয়োগের পরে বিপদে না পড়ে এবং পুনর্বিবেচনার পর্যায় থেকে সম্ভাবনার দিকে এবং তারপর খনিতে নির্বিঘ্ন রূপান্তর ঘটে, তা নিশ্চিত করা।

২৪) কর্ণাটক রাজ্যের পক্ষে উপস্থিত প্রবীণ আইনজীবী শ্রী বাসব প্রভু এস. পাতিল বলেন যে, এই রাজ্যই খনিজ পদার্থের মালিক এবং আমাদের দেশের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর কথা মাথায় রেখে ইউনিয়ন রাজ্যের ক্ষমতাকে অগ্রাহ্য করতে পারে না। তার মতে , আইনের ২য় ধারাটি রাজ্য সরকারের দাবি প্রত্যাখ্যান করার জন্য ইউনিয়নকে ক্ষমতা দেয় না, যা সংবিধানে দেওয়া হয়নি। তিনি আরও বলেন যে, ২০১০ সালের প্রথম রিট পিটিশন নং ৩৯৯৬৯/৩৯৯৭০-এ কামাটকা হাইকোর্টের প্রদত্ত রায়টি পক্ষগুলির মধ্যে বিষয়গুলির সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং যা বিচার বিভাগীয় হিসাবে কাজ করবে, তিনি জমা দিয়েছেন যে পূর্ববর্তী রায়ে হাইকোর্ট স্পষ্টভাবে রায় দিয়েছিল যে জিওমিসোর এবং দাক্ষিণাত্যের দ্বারা দাবি করা অগ্রাধিকার অধিকার আইনের ১৭ক (২)গ ধারার অধীনে রাজ্য সরকারের ক্ষমতাকে অগ্রাহ্য করতে পারে না। তিনি জমা দিয়েছেন যে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক গৃহীত উভয় আদেশে নেওয়া ভিত্তিগুলি কার্যত অভিন্ন। তাঁর মতে, যেহেতু আইনের ১৭ক (২) ধারা থেকে 'নজরদারি অনুমতি' শব্দগুলি বাদ দেওয়া হয়েছে, তাই কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারের দাবি প্রত্যাখ্যান করতে পারেনি যে জিওমিসোর এবং দাক্ষিণাত্য এই ধরনের নজরদারি অনুমতি অগ্রগতির জন্য নজরদারি চালিয়েছিল। তিনি আরও জমা দিয়েছেন যে এন. এম. পি, ২০০৮ বাধ্যতামূলক ছিল না এবং এন. এম. পি, ২০০৮-এর ধারা ৩.২-এর উল্লেখ করেছে, যা ইঙ্গিত করে যে নীতিতে যা নির্ধারণ করা হয়েছে তা হল লক্ষ্য এবং আইন, খনিজ ছাড় বিধি এবং খনিজ ছাড় উন্নয়ন বিধিগুলি নীতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে সংশোধন করা হবে। তিনি বলেন যে এই সংশোধনীগুলি ২০১৫ সালে করা হয়েছিল এবং তাই, রাজ্যের দাবি প্রত্যাখ্যান করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার এই নীতির আশ্রয় নিতে পারত না।

২৫) এইচ. জি. এম. এল-এর পক্ষ থেকে উপস্থিত প্রবীণ আইনজীবী শ্রী সি. ইউ, সিং এবং শ্রী জয়দীপ গুপ্ত বলেন যে জিওমিসোর এবং ডেকান-কে আর. পি মঞ্জুর করার আগে, এইচ. জি. এম. এল ইতিমধ্যে এই অঞ্চলে অনেক কাজ করেছে। তাদের মতে, আইন সংশোধনের পরে, এখন এই 'খনিগুলি কেবল নিলাম করা যেতে পারে। মনেট ইস্পাত অ্যান্ড এনার্জি লিমিটেড বনাম ভারতের ইউনিয়ন এবং অন্যান্যরা[২] মামলার অনুচ্ছেদ ১৬০-এ নির্ভরতা রাখা হয়েছে। এটি অনুরোধ করা হয়েছিল যে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করার সময় যে কারণগুলি বিবেচনা করেছিল তা প্রাসঙ্গিক কারণ ছিল না। তাদের মতে, ১৭ক (২) ধারার অধীনে সংরক্ষিত এলাকার অধিকার জমি ও খনিজ সম্পদের মালিক হিসাবে রাজ্যের সর্বোচ্চ অধিকার থেকে প্রবাহিত হয়।

২) (২০১২) ১১ এসসিসি ১।

বিষয়গুলি

২৬) চারটি প্রধান প্রশ্নের উত্তর দিতে হবেঃ(i) জমি ও খনিজ সম্পদের মালিক রাজ্য সরকার কি দাবি করতে পারে যে, তার উদ্যোগগুলির দ্বারা খনিজ শোষণের জন্য এই ধরনের জমি সংরক্ষণের প্রস্তাব কার্যত কেন্দ্রীয় সরকারের জন্য বাধ্যতামূলক?

(ii) আইনের ১৭ক (২) ধারার অধীনে জমি সংরক্ষণের জন্য রাজ্য সরকারের অনুরোধ বিবেচনা করার সময় কেন্দ্রীয় সরকারের বিবেচনা করার বিষয়গুলি কী কী?

(iii) আইনের ১১ (১) ধারা এবং ১৭ক (২) ধারা সম্পূর্ণ পৃথক ক্ষেত্রে কাজ করে কিনা এবং আইনের ১৭ক (২) ধারার অধীনে কোনও বিষয় নিয়ে কাজ করার সময় আইনের ১১ (১) ধারার পরিপ্রেক্ষিতে আরপি ধারককে প্রদত্ত অগ্রাধিকারের অধিকারের প্রভাব কী?

(iv) বর্তমান ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার কর্ণাটক রাজ্যের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করার ক্ষেত্রে ন্যায়সঙ্গত কিনা?

২৭) এই আইনটি প্রাথমিকভাবে খনি ও খনিজ (নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়ন) আইন (সংক্ষেপে 'এমএমআরডি আইন') হিসাবে প্রণয়ন করা হয়েছিল। সেই সময়ে, এম এম আর ডি আইনে কোন ধারা ১৭ক ছিল না, যা পরবর্তীতে ১০.০২.১৯৮৭ থেকে কার্যকর করা হয়েছিল। এমএমআরডি আইনের ১৭ ধারায় সেইসব জমির কথা বলা হয়েছে যেখানে খনিজ সম্পদ রাজ্য সরকারের হাতে ন্যস্ত ছিল। উপ-ধারা (২) এর অধীনে, কেন্দ্রীয় সরকারকে এমন কোনও এলাকায় অনুসন্ধান বা খনির কার্যক্রম পরিচালনা করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল যা ইতিমধ্যে কোনও পিএল বা এমএল-এর অধীনে নেই। তবে, এটি কেবলমাত্র সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারের সাথে পরামর্শের পরেই করা যেতে পারে। অতএব, এমএমআরডি আইনের ১৭ ধারা কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুসন্ধান কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষমতা প্রদান করে। ১৯৯৯ সালের ৩৮ নম্বর আইন অনুসারে এমএমআরডি আইনের নাম 'খনি ও খনিজ (নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়ন) আইন' থেকে 'খনি ও খনিজ উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ) আইন' করা হয়, যা ১৮.১২.১৯৯৯ থেকে কার্যকর হয়। অতএব, এমএমআরডি আইনের ১৭ ধারা কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুসন্ধান কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষমতা প্রদান করে। ১৯৯৯ সালের ৩৮ নম্বর আইন অনুসারে এমএমআরডি আইনের নাম 'খনি ও খনিজ (নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়ন) আইন' থেকে 'খনি ও খনিজ উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ) আইন' করা হয়, যা ১৮.১২.১৯৯৯ থেকে কার্যকর হয়। উক্ত একই আইনের ১৭ ধারায় ‘পুনরীক্ষণ’ এবং ‘পুনরীক্ষণ অনুমতি’ শব্দ দুটি ১৮.১২.১৯৯৯ তারিখ থেকে কার্যকরভাবে সংযোজন করা হয়। এর আগে, পুনঃতদন্তের কোন ধারণা ছিল না। আইনের বিধান অনুসারে, ধারা ১৭ক প্রবর্তনের আগে, রাজ্য সরকারকে কোনও জমি সংরক্ষণের ক্ষমতা প্রদানকারী কোনও আইনগত বিধান ছিল না। তবে, খনিজ ছাড় বিধি, ১৯৬০ (এরপর থেকে 'নিয়ম' হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) এর অধীনে, বিধি ৫৮-এ একটি বিধান ছিল, যা রাজ্য সরকারকে এই ধরনের জমি সংরক্ষণের ক্ষমতা দেয়। ১০.০২.১৯৮৭ তারিখে ধারা ১৭ক চালু হওয়ার পর, ১৩.০৪.১৯৮৮ তারিখে বিধি ৫৮ বাদ দেওয়া হয়েছিল।

আমরা এই তথ্যগুলি তুলে ধরছি কারণ উদ্ধৃত কিছু রায়, ধারা ১৭ক প্রবর্তনের আগে, বিধিমালার নিয়ম ৫৮-এর প্রেক্ষাপটে পড়তে হবে।

২৮) অমৃতলাল নাথুভাই শাহ এবং অন্যান্যরা বনাম ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার এবং আরেকজন[৩] মামলায়, এই আদালত স্থির করেছিল যে জমির মালিক হওয়ার কারণে রাজ্য জমি সংরক্ষণের অধিকারী এবং তাই, 'বেসরকারী পক্ষের আবেদন প্রত্যাখ্যান করার ক্ষেত্রে ন্যায়সঙ্গত ছিল। এই রায়টি বিধিগুলির ৫৮ নং বিধি প্রসঙ্গে দেওয়া হয়েছিল, যেমনটি সেই সময়ে বিদ্যমান ছিল।

২৯) টি. এন. রাজ্যে বনাম এম/এস হিন্দ স্টোন এবং অন্যান্যরা[৪],-এ তামিলনাড়ু রাজ্য তামিলনাড়ু ক্ষুদ্র খনিজ ছাড় বিধি প্রণয়ন করে। বিধি ৮-গ-এর অধীনে, কালো গ্রানাইট খনন করার অধিকার, একটি ছোট খনিজ, রাজ্য সরকার এবং তার কর্পোরেশন ইত্যাদির পক্ষে সংরক্ষিত ছিল। এই নিয়মের বৈধতাকে বিভিন্ন ভিত্তিতে বিরধিতা করা হয়েছিল যার মধ্যে এই ভিত্তিও ছিল যে ১৯৫৭ সালের এম. এম. আর. ডি আইন রাজ্য সরকারকে এই ধরনের সংরক্ষণ করার ক্ষমতা দেয়নি। এই আদালত এটিকে প্রত্যাখ্যান করে, এই ভিত্তিতে যে রাজ্য জমি এবং খনিজগুলির মালিক এবং সেই ছোট খনিজগুলিও রাজ্য সরকারের অধীনে রয়েছে। 'আদালত নিম্নরূপ রায় দিয়েছেঃ

"৬) নদী, বন, খনিজ এবং এই জাতীয় অন্যান্য সম্পদ একটি দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ গঠন করে। এই সম্পদগুলি কোনও একটি প্রজন্মের দ্বারা নষ্ট বা নিঃশেষ করা উচিত নয়। প্রতিটি প্রজন্মের দায়িত্ব পরবর্তী প্রজন্মের কাছে দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের সর্বোত্তম উপায়ে বিকাশ ও সংরক্ষণ করা। এটি মানবজাতির স্বার্থে। এটি জাতির স্বার্থে। ছোটখাটো খনিজগুলির ক্ষেত্রে, কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে পরামর্শের পরে রাজ্য সরকারও একইভাবে ক্ষমতায়িত হয়। যে জনস্বার্থ সংসদকে খনি ও খনিজ (নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়ন) আইন, ১৯৫৭-এর ধারা ২-এ অন্তর্ভুক্ত ঘোষণা করতে প্ররোচিত করেছিল, তা স্বাভাবিকভাবেই খনি নিয়ন্ত্রণ এবং খনিজগুলির উন্নয়ন সম্পর্কিত সমস্ত বিষয়ে সর্বাগ্রে বিবেচনার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে, সংসদের নীতি আইনের বিধানগুলি থেকে স্পষ্টভাবে স্পষ্ট। এটি হল খনিজ সম্পদ সংরক্ষণ এবং বিচক্ষণতা ও বৈষম্যমূলকভাবে শোষণ, যাতে সম্প্রদায়ের সর্বাধিক সুবিধা নিশ্চিত করা যায়। নিয়ম প্রণয়নের ক্ষেত্রে অধস্তন আইন প্রণয়নকারী কর্তৃপক্ষকে নেতৃত্ব দেওয়ার এবং নির্দেশনা দেওয়ার জন্য স্পষ্ট নির্দেশিকা রয়েছে।

৩) (১৯৭৬) ৪ এসসিসি ১০৮।

৪) (১৯৮১) ২ এসসিসি ২০৫।

আইনের অন্যান্য বিধান, বিশেষ করে ৪-ক, ১৭ এবং ১৮ ধারার আলোকে দেখা যায়, এটি বলা যায় না যে ১৫ ধারার অধীনে নিয়ম প্রণয়নকারী কর্তৃপক্ষ বেসরকারী পক্ষের পক্ষে কালো গ্রানাইট খননের জন্য ইজারা নিষিদ্ধ করার ক্ষেত্রে তার ক্ষমতা অতিক্রম করেছে এবং এই শর্তে যে রাজ্য সরকার নিজেই 'কালো গ্রানাইট খননে জড়িত হতে পারে বা সম্পূর্ণরূপে রাজ্য সরকারের মালিকানাধীন কোনও কর্পোরেশনের পক্ষে কালো গ্রানাইট খননের জন্য ইজারা দিতে পারে... এটা উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক হবে যে এই ক্ষেত্রেই এই আদালত, উদ্বোধনী অনুচ্ছেদে, নিম্নরূপ রায় দিয়েছেঃ

এটি এখন পক্ষগুলোর মধ্যে একটি প্রতিষ্ঠিত বিষয় যে, সংসদের ঘোষণার ফলস্বরূপ, আইনের ২ ধারার মাধ্যমে রাজ্য বিধানসভাগুলি খনিজ ও খনন উন্নয়নের নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত তাদের সম্পূর্ণ আইন প্রণয়নের ক্ষমতা হারিয়েছে এবং পুরো আইনগত ক্ষেত্রটি সংসদ কর্তৃক অধিগৃহীত হয়েছে...।"

৩০) এটিও উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক হবে যে অমৃতলাল নাথুবাই শাহ (উপরিউক্ত) এবং হিন্দ স্টোন (উপরিউক্ত) উভয়ই এই আইনের ১৭ক ধারা প্রবর্তনের আগে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল।

৩১) ইন্ডিয়ান মেটালস অ্যান্ড ফেরো অ্যালয়েস লিমিটেড বনাম ভারতের ইউনিয়ন এবং অন্যান্যরা[৫]-এ, এই আদালত আইনের ১৭ক ধারা নিয়ে কাজ করছিল। নিম্নলিখিত পর্যবেক্ষণগুলি প্রাসঙ্গিকঃ

"৪৬) এই পয়েন্টটি ছেড়ে যাওয়ার আগে, আমরা কেবল ১৯৮৬ সালের পরবর্তী অবস্থানের কথা উল্লেখ করতে পারি। ১৯৮৬ সালের কেন্দ্রীয় আইন ৩৭ উপ-ধারা (২) সন্নিবেশিত করেছে যা রাজ্য সরকারকে সরকারি খাতে শোষণের জন্য এলাকা সংরক্ষণের ক্ষমতা দেয়। এই বিধানটি কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিক থেকে বিধি ৫৮-এর থেকে পৃথক--

i) রিজার্ভেশনের জন্য সিজির অনুমোদন প্রয়োজন;

ii) সংরক্ষণ কেবলমাত্র সেইসব এলাকার জন্য হতে পারে যেগুলো আসলে পিএল বা এমএল-এর অধীনে নেই;

iii) এই সংরক্ষণ শুধুমাত্র সরকারি কোম্পানি বা সরকারি খাতের কর্পোরেশন (যার মালিকানাধীন বা নিয়ন্ত্রিত এস. জি. বা সি. জি.) কর্তৃক শোষণের জন্য হতে পারে, কিন্তু সরকারের দ্বারা শোষণের জন্য নয়।

৫) ১৯৯২ সম্পূরক (১) এস. সি. সি ৯১।

স্পষ্টতই, ধারা ১৭-ক (২) এবং নিয়ম ৫৮ একসাথে দাঁড়াতে পারেনি কারণ ধারা ১৭-ক কেবলমাত্র সিজির অনুমোদনের সাথেই এসজিকে রিজার্ভ করার ক্ষমতা দেয়, যেখানে নিয়ম ৫৮-তে এই ধরণের কোনও বিধিনিষেধ ছিল না। তাদের শব্দের মধ্যেও সামান্য পার্থক্য ছিল... "

৩২) টি. এন. বনাম এম. পি. পি. কাবেরী চেট্টি[৬] '-এর ক্ষেত্রে, আইনের ১৭ক (২) ধারার সাথে সম্পর্কিত, এই আদালত নিম্নরূপ রায় দিয়েছেঃ

"১৫) ধারা ১৭-ক (২) প্রযোজ্য হয় যখন রাজ্য সরকার কোনও সরকারী সংস্থা বা কর্পোরেশনের মাধ্যমে একচেটিয়াভাবে খনির কাজ করার জন্য কোনও এলাকা সংরক্ষিত রাখার চেষ্টা করে। যখন এই ধরনের এলাকা অবহিত করা হয় তখন খনিজ বা খনিজগুলির বিষয়েও অবহিত করা আবশ্যক। এই ধরনের সংরক্ষণ কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদন ছাড়া করা যাবে না।

৩৩) হাইকোর্ট ইন্ডিয়ান চার্জ ক্রোমে (উপরিউক্ত) তিন বিচারপতির বেঞ্চের দেওয়া এই আদালতের একটি রায়ের উপর নির্ভরশীলতা স্থাপন করেছে। আইনের ধারা ১১ এবং ধারা ১৭ক-এর মধ্যে আন্তঃক্রিয়া বিবেচনা করে, এই আদালত নিম্নরূপ রায় দিয়েছেঃ

"১৬) আমরা দেখতে পাচ্ছি, ধারা ১৭-ক-র অধীনে ক্ষমতা একটি স্বাধীন ক্ষমতা। এটি আইনের ধারা ১-এর অধীনে উপলব্ধ ক্ষমতার সাথে সম্পর্কিত নয়। ধারা ১৭-ক (১)-এর পরিপ্রেক্ষিতে একটি এলাকা সংরক্ষণ করা কেন্দ্রীয় সরকারের জন্য উন্মুক্ত, যদি এটি সমীচীন বলে মনে করা হয় এবং এটি দেশের স্বার্থে হয় বা কোনও নির্দিষ্ট ধাতু বা আকরিক বা এটি উৎপাদনকারী এলাকা সংরক্ষণ করা প্রয়োজন। কেন্দ্রীয় সরকারের সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্যও উন্মুক্ত যে এই অঞ্চলটি তার মালিকানাধীন বা নিয়ন্ত্রিত কোনও সংস্থা বা কর্পোরেশন দ্বারা শোষণ করা উচিত। অবশ্যই, এই ক্ষেত্রে সেই পরিস্থিতি তৈরি হয়নি। ধারা ১৭-ক-এর উপ-ধারা (২) অনুসারে, কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদনক্রমে, রাজ্য সরকার কোনও অনুসন্ধান লাইসেন্স বা খনির ইজারার অধীনে ইতিমধ্যেই অধিকৃত নয় এমন কোনও এলাকা তার মালিকানাধীন বা নিয়ন্ত্রিত কোনও সরকারি কোম্পানি বা কর্পোরেশনের মাধ্যমে খনন কাজের জন্য সংরক্ষণ করতে পারে এবং উপ-ধারা (২) এবং উপযুক্ত ক্ষেত্রে, উপ-ধারা (৩) এর শর্তাবলী পূরণ করে। আবার, ধারা ১৭-ক-এর উপ-ধারা (২)-এর অধীনে রাজ্য সরকার কর্তৃক ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে ধারা ১১-এর অধীনে আবেদনগুলি গ্রহণ করার বা তার অধীনে উপলব্ধ পছন্দগুলির কোনও উল্লেখ নেই..."

৬) (১৯৯৫) ২ এসসিসি ৪০২।

৩৪) ইন্ডিয়ান চার্জ ক্রোমে (সুপ্রা) ১৮১২.৯৯৩ হেক্টর জমি টাটা আয়রন অ্যান্ড স্টিল কোম্পানি লিমিটেড (টিসকো) কে ক্রোমাইট আকরিক খনির জন্য বরাদ্দ করা হয়েছিল। প্রাথমিকভাবে, ১৯৫২ সালে ইজারা দেওয়া হয়েছিল, যা ১৯৭২ সালে নবায়ন করা হয়েছিল। তবে, পুনর্নবীকরণের সময়, এলাকাটি ১২৬১.৪৭৬ হেক্টর জমিতে নামিয়ে আনা হয়েছিল। ১৯৯১ সালে, টিসকো আবার ইজারা পুনর্নবীকরণের জন্য আবেদন করেছিল কিন্তু ৬৫০ হেক্টরের ক্ষেত্রে পুনর্নবীকরণ দেওয়া হয়েছিল। টিসকো তার এলাকায় উক্ত হ্রাসকে বিরোধিতা করেছিল। ইতিমধ্যে, বিভিন্ন বেসরকারী সংস্থাগুলি টিসকোর পক্ষে ইজারা পুনর্নবীকরণকে বিরোধিতা করেছিল। হাইকোর্ট রিট পিটিশনটি অনুমোদন করে এবং বিষয়টি পুনর্বিবেচনার নির্দেশ দেয়। এই আদালতে টিসকো দ্বারা দায়ের করা আপিল খারিজ করা হয়েছিল। কেন্দ্রীয় সরকার পুনর্বিবেচনার ভিত্তিতে টিসকোর পক্ষে ৪০৬ হেক্টর জমির ইজারা পুনর্নবীকরণ করে এবং নির্দেশ দেয় যে বাকি ৮৫৫.৪৭৬ হেক্টর জমি অন্যান্য দাবিদারদের মধ্যে ইজারার মাধ্যমে বিতরণ করা হবে। পরবর্তীকালে, রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে সুপারিশ করে যে ৮৫৫.৪৭৬ হেক্টর জমির অর্ধেক আইনের ১৭ক(২) ধারার অধীনে সংরক্ষিত রাখা হোক এবং বাকি অর্ধেক আদালতে রিট পিটিশন দাখিলকারী ৪ জন আবেদনকারীকে বরাদ্দ করা যেতে পারে। এরপর, আরও কিছু পক্ষ হাইকোর্টে রিট পিটিশন দাখিল করে দাবি করে যে তাদেরও খনির অধিকার দেওয়া উচিত। উড়িষ্যা সরকার তখন রাজ্য সরকারি সংস্থা উড়িষ্যা মাইনিং কর্পোরেশন লিমিটেডকে (এরপরে "ওএমসি" হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) ইজারা দেওয়ার জন্য অবশিষ্ট জমি ৪৩৬.২৯৫ হেক্টর পর্যন্ত দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। রাজ্য সরকারের এই পদক্ষেপটি হাইকোর্ট বাতিল করে দেয়। ইন্ডিয়ান চার্জ ক্রোম (উপরিউক্ত)-এ এই আদালত ৪ জন ছাড়া অন্যান্য আবেদনকারীদের দায়ের করা আপিল এবং ওএমসি এবং রাজ্য সরকারের দায়ের করা আপিলের বিষয়টি বিবেচনা করছিল। এই আদালত এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে কেন্দ্রীয় সরকার ধারা ১৭ক(২) এর অধীনে এলাকা সংরক্ষণের জন্য রাজ্য সরকারের অনুরোধের উপর কোনও সিদ্ধান্ত নেয়নি এবং অবশেষে কেন্দ্রীয় সরকারকে প্রথমে জমি সংরক্ষণের জন্য রাজ্য সরকারের অনুরোধ বিবেচনা করার নির্দেশ দিয়েছে এবং বলেছে যে বেসরকারি আবেদনকারীদের খনির ইজারা দেওয়ার এই সম্ভাব্যতা কেবল তখনই দেখা দেবে যখন কেন্দ্রীয় সরকার আইনের ধারা ১৭ক(২) এর অধীনে রাজ্য সরকারের অনুরোধ অনুমোদন না করে। এই আদালত নিম্নরূপ রায় দিয়েছেঃ -

"৩২) এই আকস্মিকতা তখনই দেখা দিতে পারে যখন কেন্দ্রীয় সরকার আইনের ১৭-ক (২) ধারার অধীনে রাজ্য সরকারের অনুরোধে অনুমোদন দেয় না।

৩৫) এটি স্পষ্টভাবে অনুমান করে যে এই আদালত রায় দিয়েছে যে কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদন ছাড়া রাজ্য সরকার সংরক্ষণ করতে পারত না।

এখানে উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক হবে যে এই আদালত রাজ্য সরকারকে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে নতুন করে অনুরোধ করার নির্দেশ দিয়েছে এবং আরও নির্দেশ দিয়েছে যে এই আদালত বা হাইকোর্টের পূর্ববর্তী নির্দেশাবলী আইনের ধারা ১৭ক(২) এর অধীনে কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা প্রয়োগ এবং স্বাধীন সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে বাধা হতে পারে না এবং বাধাগ্রস্ত করতে পারে না।

৩৬) রাজ্যের ক্ষমতা নিয়ে সন্দুর ম্যাঙ্গানিজ অ্যান্ড লৌহ আকরিক লিমিটেড বনাম কর্ণাটক রাজ্য এবং অন্যান্যরা[৭] মামলায়, এই আদালত রায় দিয়েছে যে আইনের ধারা ২ অনুসারে, কেন্দ্রীয় সরকারের আওতাধীন বিষয়গুলির ক্ষেত্রে রাজ্য তার স্বীকৃত ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত।এটি আরও স্থির করেছিল যে রাজ্য সরকারকে কেবল আইন ও বিধি অনুসারে কাজ করতে হবে এবং তার পদক্ষেপকে ন্যায়সঙ্গত করতে হবে এবং রাজ্য সরকারকে আইন ও বিধিগুলির মানদণ্ডের ভিত্তিতে তার পদক্ষেপকে ন্যায়সঙ্গত করার অনুমতি দেওয়া যাবে না। আইনের ১১ ধারার বিষয়ে আদালত বলেছে যে, একজন আরপি ধারক বা পিএল ধারকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পিএল বা এমএল পাওয়ার অগ্রাধিকারমূলক অধিকার থাকবে। আদালতের নিম্নলিখিত পর্যবেক্ষণগুলি প্রাসঙ্গিকঃ

"৮০) এটা স্পষ্ট যে রাজ্য সরকার আইনের ১১ (৩) ধারার উদ্দেশ্যে সম্পূর্ণরূপে সংসদের প্রতিনিধি এবং একটি বিধিবদ্ধ কর্মী, তাই এটি এমনভাবে কাজ করতে পারে না যা খনির ইজারা দেওয়ার ক্ষেত্রে এমএমডিআর আইনের ১১ (১) ধারার বিধানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। উপরন্তু, এই আইনের ২য় ধারায় স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে খনি ও খনিজ উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রীয় সরকারের আওতায় আসে, রাজ্য সরকারের নয়। প্রকৃতপক্ষে, উত্তরদাতারা এমএমডিআর আইন বা এমসি নিয়মে অতীতের প্রতিশ্রুতির ভিত্তিতে খনির ইজারা দেওয়ার অনুমতি দেওয়ার অন্য কোনও বিধান নির্দেশ করতে সক্ষম হননি। যেমনটি সঠিকভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, এমএমডিআর আইনের অধীনে কোনও ব্যক্তির কাছে প্রতিশ্রুতি দেওয়ার জন্য রাজ্য সরকারের কোনও কর্তৃত্ব নেই যে ভবিষ্যতে কোনও প্রকল্পে বিনিয়োগ করলে সেই ব্যক্তি খনির ইজারা দেবেন।রাজ্য সরকার এই ধরনের কোনও প্রতিশ্রুতি দিয়েছে বলে ধরে নিলে, তার পক্ষে একটি অসঙ্গতিপূর্ণ অবস্থান নেওয়া এবং একটি নির্দিষ্ট এলাকাকে অবহিত করার জন্য এগিয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল না। আরও, এলাকাটি অবহিত করার পরে, রাজ্য সরকার অবশ্যই ধারা ১১ (৩)-এ প্রদত্ত যোগ্যতার মানদণ্ডে আরও যোগ্য হলেও অন্যান্য আবেদনকারীদের বহিষ্কার করে একটি কথিত প্রতিশ্রুতি সম্মান করতে পারেনি।

৭) (২০১০) ১৩ এসসিসিস ১।

৩৩) মনেট ইস্পাত (উপরিউক্ত) মামলায় বিচারপতি লোধা তাঁর প্রধান রায়ে বলেন যে, এই আইনের ২য় ধারা রাজ্যের খনি ও খনিজ সম্পদের মালিকানা প্রভাবিত করে না, যদিও খনি নিয়ন্ত্রণ ও খনিজ সম্পদের উন্নয়ন কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। এটি স্থির হয়েছিল যে কেন্দ্রীয় সরকার হয়তো খনিজ সম্পদ নিয়ন্ত্রণ এবং খনিজ সম্পদের উন্নয়নের ক্ষমতা গ্রহণ করেছে, কিন্তু রাজ্যকে তার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা যায়নি এবং অমৃতলাল নাথুভাই শাহ (সুপ্রা) মামলায় এই আদালতের সিদ্ধান্ত অনুসরণ করেছে, যেখানে বলা হয়েছিল যে "সংরক্ষণের আদেশ দেওয়ার ক্ষমতা এই সত্য থেকে আসে যে রাজ্য তার ভূখণ্ডের মধ্যে খনি এবং খনিজ সম্পদের মালিক"। আইনের ১৭ক ধারাটি বিবেচনা করে বলা হয়েছিল যে এই ধারার কেবলমাত্র সম্ভাব্য কার্যকারিতা থাকবে এবং তাই এটি পূর্ববর্তী কে প্রভাবিত করতে পারে না। আইনের ধারা ১৭ক এর সাথে মোকাবিলা করার সময়, এটি স্থির করা হয়েছিল যে এই ধারাটি কেবল সম্ভাব্য কার্যকারিতা প্রদান করবে এবং তাই, এটি পূর্ববর্তী বিজ্ঞপ্তিগুলিকে প্রভাবিত করতে পারে না। এরপর, রায়ের ১৬০ অনুচ্ছেদে এই আদালত নিম্নরূপ রায় দেয়ঃ

১৬০) এই আদালত ইন্ডিয়ান মেটালস অ্যান্ড ফেরো অ্যালয় লিমিটেডের প্রতিবেদনের অনুচ্ছেদ ৪৫ এবং ৪৬ (পৃষ্ঠা ১৩৬-৩৯) ধারায় ধারা ১৭-ক এর অধীনে সংরক্ষণের ধরণ এবং তাদের পরিধি বিবেচনা করেছে। আমি এই দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সম্মানজনকভাবে একমত। যাইহোক, যুক্তি দেওয়া হয়েছিল যে ধারা ১৭-ক (২) ধারায় রাজ্য সরকার কর্তৃক কোনও এলাকা সরকারি খাতের উদ্যোগের জন্য সংরক্ষণের আগে কেন্দ্রীয় সরকারের পূর্বানুমোদন প্রয়োজন। যুক্তিটি ধারা ১৭-ক (২) এর ভুল পাঠের উপর ভিত্তি করে তৈরি। এই বিধানটি ধারা ১১-এ ব্যবহৃত "পূর্ব অনুমোদন" অভিব্যক্তিটি ব্যবহার করে না। অন্যদিকে, ধারা ১৭-ক (২) "কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদনক্রমে" শব্দগুলি ব্যবহার করে। ধারা ১৭-ক(২) এর এই শব্দগুলিকে কেন্দ্রীয় সরকারের পূর্বানুমোদনের সাথে তুলনা করা যায় না। আমার মতে, ধারা ১৭-ক-এ বর্ণিত অনুমোদন রাজ্য সরকার সংরক্ষণের ক্ষমতা প্রয়োগের আগে বা এই ক্ষমতা প্রয়োগের পরে পেতে পারে। ধারা ১৭-ক(২) এ বর্ণিত কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদন প্রকাশ্য বা অন্তর্নিহিত হতে পারে। বর্তমানের মতো ক্ষেত্রে যেখানে কেন্দ্রীয় সরকার খনির ইজারা মঞ্জুরির জন্য আপিলকারীদের আবেদন প্রত্যাখ্যান করার সময় ২০০৬ সালের বিজ্ঞপ্তির উপর নির্ভর করেছে, এটি অবশ্যই বোঝায় যে কেন্দ্রীয় সরকার ২০০৬ সালের বিজ্ঞপ্তিতে রাজ্য সরকারের দ্বারা প্রদত্ত সংরক্ষণ অনুমোদন করেছে, অন্যথায় এটি একই পদক্ষেপ নিত না। যাই হোক না কেন, কেন্দ্রীয় সরকার ২০০৬ সালের বিজ্ঞপ্তিতে রাজ্য সরকারের দ্বারা প্রদত্ত সংরক্ষণকে অস্বীকৃতি জানায়নি।

৩৮) কেরালা রাজ্য এবং অন্যান্যরা বনাম কেরালা রেয়ার আর্থ অ্যান্ড এ মিনারেলস লিমিটেড ও অন্যান্যরা[৮]-এ, এই আদালতের তিন বিচারপতির বেঞ্চ আবার আইনের ১৭ ধারার পরিধি নিয়ে আলোচনা করেছে এবং সংখ্যাগরিষ্ঠতা অনুসারে নিম্নরূপ রায় দিয়েছেঃ

"১৫) এই বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই যে, রাজ্য সরকার তার মালিকানাধীন বা নিয়ন্ত্রিত সরকারি সংস্থা বা নিগম-এর মাধ্যমে সম্ভাব্য বা খনন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ইতিমধ্যেই কোনও সম্ভাব্য লাইসেন্স বা খনির ইজারাভুক্ত নয় এমন কোনও এলাকা সংরক্ষণ করতে পারে, তবে, যেখানে সরকার ১৭-ক (উপরে উল্লিখিত) ধারার উপ-ধারা (২)-এর পরিপ্রেক্ষিতে, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা এমন এলাকা এবং খনিজ বা খনিজগুলির সীমানা নির্দিষ্ট করবে যার ক্ষেত্রে এই অঞ্চলগুলি সংরক্ষণ করা হবে। বৈধ সংরক্ষণের জন্য ধারা ১৭-ক(২) থেকে তিনটি স্বতন্ত্র প্রয়োজনীয়তা উঠে আসে যেমন:

(i) সংরক্ষণ শুধুমাত্র কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদনের সাথে হতে পারে এবং ইতিমধ্যে কোনও সম্ভাবনাময় অনুমতিপত্র বা খনির ইজারা অধীনে রাখা হয়নি এমন অঞ্চলে সীমাবদ্ধ থাকতে হবে;

(ii) সরকারী গেজেটে একটি বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে সংরক্ষণ করতে হবে; এবং

(iii) বিজ্ঞপ্তিতে অবশ্যই ঐসব এলাকার সীমানা এবং কোন খনিজ বা খনিজ সম্পদের ক্ষেত্রে ঐসব এলাকা সংরক্ষিত থাকবে তা উল্লেখ করতে হবে।

"১৯) উপরোক্ত আলোচনার ফলাফল হল, সরকারের হাতে ন্যস্ত জমিতে খনিজ সম্পদের মালিক রাজ্য সরকার হলেও, ১৯৫৭ সালের আইনের ২য় ধারায় ঘোষিত ঘোষণার কারণে সংসদ উক্ত আইনের আওতায় থাকা আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ আধিপত্য অর্জন করেছে। এই আইনটি রাজ্যকে তার ভূখণ্ডের মধ্যে অবস্থিত খনিজ সম্পদের মালিকানা থেকে বঞ্চিত করে না, তবে এতে কোন সন্দেহ নেই যে এটি আইনের বিধানে বর্ণিত পরিমাণে দেশে খনি ও খনিজ সম্পদের উন্নয়নকে নিয়ন্ত্রণ করে। এর ফলে এটি স্পষ্ট যে, যদি কোনো রাজ্য সরকার রাজ্য মালিকানাধীন কর্পোরেশন বা কোম্পানির মাধ্যমে কোনো অঞ্চল শোষণের জন্য সংরক্ষণ করতে চায়, তবে তা অবশ্যই ১৭ক ধারার শর্তানুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে করতে হবে এবং একটি বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট এলাকার সীমানা ও যে খনিজ বা খনিজগুলোর জন্য এলাকা সংরক্ষিত হবে, তা নির্দিষ্ট করতে হবে।

৮) (২০১৬) ৬ এসসিসি ৩২৩।

যেহেতু রাজ্য সরকার এখনও পর্যন্ত ১৭-ক ধারার পরিপ্রেক্ষিতে কোনও বিজ্ঞপ্তি জারি করেনি, তাই কেরালা রাজ্য সরকারের শিল্প নীতি, ২০০৭ ধারা ১৭-ক-র বোধগম্যতার মধ্যে বৈধ সংরক্ষণ করার প্রভাব রাখে না। অতএব, হাইকোর্ট এই রায় দেওয়ার ক্ষেত্রে ন্যায়সঙ্গত ছিল যে বর্তমানে কোনও বৈধ সংরক্ষণ নেই কারণ আইন দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে পরামর্শ দেওয়া হলে সরকার এই ধরনের সংরক্ষণ করতে পারে। অন্য কথায়, এই আপিল খারিজ করা রাষ্ট্রকে আইনের ১৭-ক (২) ধারার অধীনে সংশ্লিষ্ট খনিজ আমানতের বিষয়ে বিজ্ঞপ্তি জারি করে তার অধিকার প্রয়োগ করতে বাধা দেবে না... "

৩৯) উপরোক্ত রায়গুলি সতর্কতার সঙ্গে পর্যালোচনার পর, এটা স্পষ্ট হবে যে এই আদালত ধারাবাহিকভাবে বলে আসছে যে, জমি ও খনিজগুলির মালিক রাজ্য। তবে খনিগুলির নিয়ন্ত্রণ ও নিয়ন্ত্রণ এবং খনিজগুলির উন্নয়ন কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে রয়েছে। রাজ্য সরকার খনি ও খনিজ উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত, যতদূর পর্যন্ত সেই ক্ষেত্রটি আইনের বিধানের আওতায় আসে। কেবলমাত্র যদি ক্ষেত্রটি খালি থাকে তবেই রাজ্য তার আইন প্রণয়নের ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে। অন্যথায়, আইন এবং বিধি দ্বারা রাজ্য সরকারকে বিশেষভাবে প্রদত্ত ক্ষমতা অনুসারে এটিকে তার ক্ষমতা কঠোরভাবে প্রয়োগ করতে হবে। এটি আইনের একটি সুপ্রতিষ্ঠিত অবস্থান যে আইনের ১৭ক (২) ধারায় প্রদত্ত সংরক্ষণের ক্ষমতা প্রয়োগ করার সময় রাজ্য সরকারকে কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদন নিতে হবে। এই ক্ষেত্রে, আমাদের পূর্ব অনুমোদনের প্রশ্নটি মোকাবেলা করার প্রয়োজন নেই কারণ এখানে কোনও অনুমোদন নেই এবং প্রকৃতপক্ষে, রাজ্যের অনুরোধ কেন্দ্রীয় সরকার প্রত্যাখ্যান করেছে।

৪০) উপরোক্ত রায়ে যা বলা হয়েছে তার আলোকে, আমরা তাৎক্ষণিক মামলার তথ্য পরীক্ষা করেছি। রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারকে সংরক্ষণের জন্য অনুরোধ করেছে। প্রথম দফার মামলায়, হাইকোর্ট কেন্দ্রীয় সরকারকে জিওমাইসোর এবং ডেকানের আবেদন বিবেচনা করার আগে প্রথমে অনুরোধটি বিবেচনা করার নির্দেশ দেয়।কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারের প্রস্তাবটি বিভিন্ন ভিত্তিতে প্রত্যাখ্যান করে, যার মধ্যে আগে গণনা করা ভিত্তিগুলিও রয়েছে, যা এনএমপি, ২০০৮ থেকে আসে।

যুক্তিগুলো তুলে ধরে বলা হয়েছে যে কেন্দ্রীয় সরকার কেবল জাতীয় স্বার্থ এবং নিরাপত্তার বিষয়গুলি বিবেচনা করতে পারে এবং অন্যান্য দিকগুলি খতিয়ে দেখতে পারে না। আমরা এই বক্তব্যের সঙ্গে একমত নই, আইনের ১৭ক (২) ধারায় স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদন নিয়ে কোনও সরকারি সংস্থা বা কর্পোরেশনের মাধ্যমে অনুসন্ধান বা খনির কাজ করার জন্য কোনও এলাকা সংরক্ষণ করতে পারে। এই আইনটি কেন্দ্রীয় সরকারকে যে মাপকাঠিগুলি অনুসরণ করতে হবে তা নির্ধারণ করে না। আমাদের দৃষ্টিতে, কেন্দ্রীয় সরকার সংরক্ষণ করা উচিত কিনা তা সিদ্ধান্ত নেওয়ার উদ্দেশ্যে প্রাসঙ্গিক সমস্ত বিষয় গ্রহণ করতে পারে। এনএমপি, ২০০৮ দেশের একটি নীতি হওয়ায়, এই ধরনের অনুরোধ বিবেচনা করার সময় অবশ্যই বিবেচনা করা যেতে পারে।

৪১) আমরা লক্ষ্য করতে পারি যে, প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বাধা বা বৈধ প্রত্যাশার নীতিগুলি কার্যকর হলে সরকারের নীতি কখনও কখনও সরকারের উপর বাধ্যতামূলক হতে পারে। আমরা এটা স্পষ্ট করে দিতে পারি যে, এই ক্ষেত্রে প্রমিজরি এস্টোপেলের নীতি বা বৈধ প্রত্যাশার নীতি কেউই আকৃষ্ট হয় না। আমরা কেবল এই নীতিগুলির উল্লেখ করছি যাতে জোর দিয়ে বলা যায় যে, সরকারের নীতি একটি গুরুত্বপূর্ণ নথি। এটিকে বাতিল করা যায় না। কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকারের অনুরোধ বিবেচনা করার সময়, বিভিন্ন বিষয় বিবেচনা করতে পারে যার মধ্যে অর্থনৈতিক কারণ, আন্তর্জাতিকভাবে বিশ্ব সম্প্রদায়ের কাছে দেশের ভাবমূর্তি প্রতিফলিত করার কারণ এবং জাতীয় সুরক্ষার অন্যান্য কারণগুলিও অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে। এগুলি কেবল দৃষ্টান্তমূলক এবং প্রতিটি মামলার নিজস্ব তথ্যের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নিতে হয়। অতএব, আমরা কর্ণাটক হাইকোর্টের সাথে একমত নই যে কেবল সেই বিষয়গুলি বিবেচনা করা যেতে পারে, যা আইন বা বিধি থেকে আসে।

৪২) বিষয়টির আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল, আইনের ১১ (১) ধারার অধীনে, একজন আরপি ধারক, যিনি পুনর্বিবেচনা করেছেন, তাঁর মামলাটি পিএল মঞ্জুর করার জন্য বিবেচনা করা হলে তিনি অগ্রাধিকার পাওয়ার অধিকারী। তবে, আইনের ১৭ক (২) ধারায়, সংরক্ষণের ক্ষেত্রে বাধা রয়েছে, শুধুমাত্র সেই ক্ষেত্রে যেখানে জমিটি পিএল বা এমএল-এর অধীনে রাখা হয়। যখন কোনও জমি পিএল বা এমএল-এর অধীনে রাখা হয়, তখন উক্ত জমি সংরক্ষণের জন্যও বিবেচনা করা যায় না। সংরক্ষিত জমি যদি পিএল বা এমএল-এর অধীনে না হয়, তবে রাজ্য জমি সংরক্ষণের প্রস্তাব দিতে পারে। সংরক্ষিত করার জন্য চাওয়া জমি যদি কোনও আর. পি-র আওতাভুক্ত হয়, তা হলে রাজ্য সরকারের উদ্যোগগুলির দ্বারা সংরক্ষণ এবং শোষণের জন্য কোনও বাধা নেই। তবে এর অর্থ এই নয় যে রাজ্যের প্রস্তাবটি মোকাবেলা করার সময়, কেন্দ্রীয় সরকারকে অবশ্যই সংরক্ষণ করতে হবে।

অনুমোদন দেওয়ার সময় কেন্দ্রীয় সরকারকে স্বাধীনভাবে তার মন প্রয়োগ করতে হবে এবং এটি করার সময়, এমন কিছু নেই যা কেন্দ্রীয় সরকারকে কোনও সত্তাকে আরপি দেওয়া হয়েছিল এবং এর প্রভাব বিবেচনা করতে বাধা দেয়। কোনও সন্দেহ নেই, কেন্দ্রীয় সরকার কেবল এই ভিত্তিতে প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যান করতে পারে না যে আরপি জারি করা হয়েছিল কারণ এটি আইনের ১৭ক (২) ধারার বিধানগুলির পরিপন্থী হবে। তবে, এটি এমন একটি সত্য যা জমি সংরক্ষণের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় অন্যান্য তথ্যের সাথে বিবেচনায় নেওয়া যেতে পারে।

৪৩) বর্তমান মামলার ক্ষেত্রে, কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন বিষয় বিবেচনা করেছে এবং উল্লেখ করেছে যে জিওমিসোর এবং দাক্ষিণাত্য ইতিমধ্যে আর. পি. এস অনুসারে পি. এল আবেদন দাখিল করেছে। এটি কার্যত বলেছিল যে রাজ্য সরকারের অনুরোধ বিলম্বিত পর্যায়ে ছিল এবং এন. এম. পি, ২০০৮-এর বিধানগুলির বিরুদ্ধে ছিল, যার উপর জোর দেওয়া হয়েছিল একটি নিয়ন্ত্রক পরিবেশ সরবরাহ করা যা বেসরকারী বিনিয়োগের পক্ষে অনুকূল। এটা সত্য হতে পারে যে কেন্দ্রীয় সরকার এই সত্য দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল যে জিওমিসোর এবং দাক্ষিণাত্য, আরপি-র মতে, পুনর্বিবেচনা সম্পন্ন করেছিল এবং তাদের একীভূত প্রতিবেদন জমা দিয়েছিল, তবে অন্যান্য প্রাসঙ্গিক কারণও ছিল যা বিবেচনায় নেওয়া হয়েছিল যেমন জিওমিসোর এবং দাক্ষিণাত্য ইতিমধ্যে পিএল-এর অনুদানের জন্য আবেদন করেছিল এবং এইচজিএমএল-এর জন্য সংরক্ষণের ক্ষেত্রে কোনও সুরক্ষা বিবেচনা বা জনস্বার্থ জড়িত ছিল না। আমাদের দৃষ্টিতে, কেন্দ্রীয় সরকার যে বিষয়গুলি বিবেচনায় নিয়েছে সেগুলি প্রাসঙ্গিক এবং বিষয়গুলির সাথে সম্পর্কিত এবং এগুলি এমন কারণ হিসাবে বলা যায় না যা বহিরাগত বা বিবেচনায় নেওয়া যেত না।

৪৪) আমরা আরও যোগ করতে পারি যে বর্তমান মামলার ক্ষেত্রে, যখন ২৭.১২.২০০৮-এ, কামাটকা সরকার সুপারিশ করেছিল যে-১৬১ বর্গ কিলোমিটার জমি এইচজিএমএল-কে বরাদ্দ করা হবে, কোনও সংরক্ষণ করা হয়নি কারণ কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদন আসেনি। প্রকৃতপক্ষে, কর্ণাটক রাজ্য এমনকি সংরক্ষিত করার জন্য চাওয়া অঞ্চলটিকে অবহিত করেনি, বা খনিজগুলির জন্য চিহ্নিত করেনি যার জন্য সংরক্ষণ চাওয়া হয়েছিল।

৪৫) এই আইনের ধারা ১৭ক (২)-তে চারটি শর্ত রয়েছেঃ

(ক) জমিটি সম্ভাব্য অনুমতিপত্র বা খনির ইজারা দেওয়ার আওতায় রাখা হয় না;

(খ) কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদন রয়েছে;

(গ) সরকারী গেজেটে এই ধরনের এলাকার সীমানা নির্দিষ্ট করে একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়; এবং

(ঘ) এই ধরনের প্রজ্ঞাপনে খনিজ বা খনিজগুলি চিহ্নিত করা উচিত যার ক্ষেত্রে এই ধরনের অঞ্চলগুলি সংরক্ষিত করার চেষ্টা করা হয়।

শুধুমাত্র প্রথম শর্তটি পূরণ করা হয়েছিল। অন্য কোনও শর্ত পূরণ হয়নি। অতএব, কর্ণাটক রাজ্য এইচজিএমএল-এর পক্ষে ২৭.১২.২০০৮-এ সুপারিশ জারি করতে পারত না। গাড়িটি ঘোড়ার সামনে রাখা যেত না। সংরক্ষণ না হলে, একটি বেসরকারী সংস্থা সরকারী সংস্থার মতো একই অবস্থানে দাঁড়ায় এবং সেই ক্ষেত্রে, আইনের ধারা ১১ প্রযোজ্য হবে এবং জিওমিসোর এবং দাক্ষিণাত্য আরপি ধারক এবং পূর্ববর্তী পিএল আবেদনকারী হওয়ায় তাদের অগ্রাধিকার দিতে হত।

<u>সিদ্ধান্ত</u>

৪৬) উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে, আমাদের চারটি প্রশ্নের উত্তর নিম্নরূপঃ

(i) রাজ্য সরকারের জমি ও খনিজগুলির মালিক হওয়ার কারণে, রাজ্য সরকারের সংস্থাগুলি বা উদ্যোগগুলির দ্বারা শোষণের জন্য সম্ভাব্য অনুমতিপত্র বা খনির ইজারা অধীনে না রাখা এবং সংরক্ষণের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে একটি প্রস্তাব দেওয়ার অধিকার রয়েছে তবে কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদন প্রয়োজন;

(ii) কেন্দ্রীয় সরকার কোনও নির্দিষ্ট মাপকাঠির দ্বারা আবদ্ধ হতে পারে না। প্রতিটি ক্ষেত্রে তার নিজস্ব যোগ্যতার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নিতে হয়। তবে, উপরে আমাদের দ্বারা নির্দেশিত হিসাবে, কেন্দ্রীয় সরকার কেবল জাতীয় নিরাপত্তা বা জনস্বার্থের বিষয়গুলি বিবেচনা করতে পারে না, বরং অর্থনৈতিক কারণগুলি, সরকারের নীতি এবং অন্যান্য সমস্ত বিষয়গুলিও বিবেচনা করতে পারে, যা জমিটি কেবল রাজ্য সরকারের উদ্যোগগুলির দ্বারা শোষণের জন্য সংরক্ষণ করা উচিত কিনা তা সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য প্রাসঙ্গিক।

(iii) আইনের ১১ (১) ধারা এবং ১৭ক (২) ধারার মধ্যে কোনও সম্পর্ক নেই। আইনের ১১ (১) ধারায় আরপি ধারক এবং পিএল ধারককে যথাক্রমে পিএল এবং এমএল অনুদানের বিষয়টি বিবেচনা করার সময় অগ্রাধিকার দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। আইনের ১৭ক (২) ধারার অধীনে জমি সংরক্ষণের সঙ্গে এর কোনও সম্পর্ক নেই। একমাত্র সংযোগ, যদি এটি বলা যায় যে, যদি কোনও জমি পিএল বা এমএল-এর অধীনে থাকে, তবে আইনের ১৭ক (২) ধারার অধীনেও ব্যবস্থা নেওয়া যায় না;

(iv) উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে, আমরা স্থির করি যে কেন্দ্রীয় সরকার কর্ণাটক রাজ্যের জমি সংরক্ষণের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করার ক্ষেত্রে ন্যায়সঙ্গত ছিল।

৪৭) মামলাটি শেষ করার আগে, আমরা লক্ষ্য করতে পারি যে ২০১৫ সালে এমএমডিআর আইনে করা সংশোধনীর প্রভাব, বিশেষ করে ধারা ১০ক এবং ধারা ১০খ সম্পর্কিত বিষয়ে আমাদের সামনে যুক্তি উপস্থাপন করা হয়েছিল। আমরা এই বিষয়গুলি নিয়ে কাজ করছি না, কারণ বর্তমান মামলার সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এগুলির উপর সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রয়োজন নেই।

৪৮) উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে, আমরা স্পষ্টভাবে মনে করি যে কর্ণাটক হাইকোর্ট রিট পিটিশনটি মঞ্জুর করার ক্ষেত্রে ভুল করেছে। তদনুসারে, ২০১১ সালের ৩.০৪.২০১২ তারিখে ডবলুপি নং ২৫৮৯৯-এ প্রদত্ত হাইকোর্টের রায় বাতিল করা হল এবং কেন্দ্রীয় সরকারের ৩১.০৫.২০১১ তারিখের সিদ্ধান্ত বহাল রাখা হল এবং কর্ণাটক রাজ্যকে জিওমিসোর এবং ডেকানের ক্ষেত্রে পিএল মঞ্জুরির বিষয়টি বিবেচনা করার নির্দেশ দেওয়া হল, কারণ আইনটি এখন ২০১৫ সালে সংশোধিত।

৪৯) আপিলগুলি উপরোক্ত শর্তাবলীতে অনুমোদিত, খরচ সম্পর্কে কোনও আদেশ ছাড়াই। মুলতুবি আবেদন(গুলি), যদি থাকে, নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

কল্পনা কে. ত্রিপাঠি আপিল অনুমোদিত।

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যভারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাসায় বোঝার জন্য এবং তা অন্যকোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না ৷ সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে , রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামানিক হবে এবং কার্যকারী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে ৷

Arfa Banerjee